রাঁচি, সোমবার
01:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>199 >>17 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯৯ >> << ১৭ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

অভিনন্দন

বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

বিশ্ব শ্রমিক দিবসের জন্য ১লা মে আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ০২ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। ০৩ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 61112.44 +463.06
NIFTY : 18065.00 +149.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.16 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.15 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

বাইডেনকে ‘ভবিষ্যৎহীন এক বুড়ো লোক’ বললেন উনের বোন

পিয়ংইয়ং : উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বোন ও রাজনীতিবিদ কিম ইয়ো জং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিয়ে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন। উত্তর কোরীয় সরকারের ইতি ঘটছে বলে সম্প্রতি বাইডেন যে মন্তব্য করেছেন, তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন উল্লেখ করে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ভাষ্য, বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ‘ভবিষ্যৎহীন এক বুড়ো লোক’।

কিম ইয়ো জংয়ের বিবৃতির বরাতে উত্তর কোরিয়ার বার্তা সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি এমন তথ্য জানিয়েছে।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে দক্ষিণ কোরিয়ার নেতা ইয়ুন সুক ইয়েওলের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন বাইডেন। সেখানে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্র ও সহযোগী দেশগুলোর ওপর উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক হামলা হলে পিয়ং ইয়ংয়ের ক্ষমতাসীন সরকার শেষ হয়ে যাবে।

বাইডেন আরও বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্পূর্ণ এখতিয়ার তাঁর আছে। তবে কোরীয় উপদ্বীপের

ওপর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের নেই বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এ নিয়ে এক বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কিম ইয়ো জং। বাইডেনকে শত্রুরাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী বলে উল্লেখ করেন তিনি।

কিম ইয়ো জং বলেন, আরেকটি বিষয় হলো বিশ্বের চোখের সামনে শত্রুরাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনক্ষমতা (উত্তর কোরীয় সরকার) শেষ হয়ে যাওয়ার মতো কথা বলে যাচ্ছেন, যা এড়ানো যাচ্ছে না।

বাইডেনের এ ধরনের মন্তব্যকে কাণ্ডজ্ঞানহীন উল্লেখ করে ইয়ো জং আরও বলেন, একে ভিমরতিতে থাকা এক মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের মতো দায়িত্ব সামলানোর সক্ষমতা যার একেবারেই নেই। তাঁর বর্তমান মেয়াদের বাকি দুই বছর শেষ করতে পারাটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট।

হাঙ্গেরিতে দরিদ্র ও শরণার্থীদের সঙ্গে দেখা করলেন পোপ ফ্রান্সিস

বুদাপেস্ট : পোপ ফ্রান্সিস তার ৩ দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের সেইন্ট এলিজাবেথ চার্চে শরণার্থী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করেছেন। সেইন্ট এলিজাবেথ চার্চ বুদাপেস্টের একটি ঐতিহাসিক স্বেত মৃত্তিকার গীর্জা। সেইন্ট এলিজাবেথ ছিলেন হাঙ্গেরির এক রাজকন্যা, যিনি তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থবিত্তকে ত্যাগ করে দরিদ্রদের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পূণ্যার্থীদেরকে তাদের ওপর খ্রিস্টধর্ম পালনের দায়িত্ব সকলের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দেখানোর বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়ার জন্য এই শুভক্ষণকে ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস। ইউরোপ এ মুহূর্তে শরণার্থী সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রায় প্রতিদিনই শত শত মানুষ আসছে ইউরোপে। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান বলেন, অভিবাসন ইউরোপের খ্রিস্ট সংস্কৃতিকে প্রতিস্থাপনের হুমকিতে ফেলে দিয়েছে। ইউরোপীয়রা সবসময় এসব শরণার্থীর প্রতি সবসময় সদয় আচরণ করেনি বা তাদের মেনে নেয়নি। তবে, রুশ আগ্রাসনের পর ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের তারা যথেষ্ট ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। পোপ ফ্রান্সিস শুক্রবার ইউরোপে বাড়তে থাকা জাতীয়তাবাদের বিপদের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্ক করেন।তিনি বুদাপেস্ট সরকারকে বলেন, মহাদেশের অন্য দেশগুলোর সাথে তাদেরও অভিবাসন প্রত্যাশীদের গ্রহণ করাই হবে খ্রিস্টধর্ম পালনের প্রকৃত নিদর্শন। মার্চে ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ৩ দিনের এই সফরটি ৮৬ বছর বয়সী পোপের প্রথম বিদেশ সফর। হাঙ্গেরি পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে ফ্রান্সিসকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। হাঁটুতে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, পোপ ফ্রান্সিস হাসিমুখে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে বিমান থেকে নেমে আসেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জাতীয় পোশাক পরিহিত শিশুরা তাকে স্বাগত জানায়। সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের সফরে বেশিরভাগক্ষেত্রেই তিনি হুইলচেয়ার ব্যবহার করেছেন।

তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচনী জনসভা বাতিল করলেন এরদোয়ান

তুরস্ক : শুক্রবার তৃতীয় দিনের মতো নির্বাচনী জনসভা বাতিল করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিজেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। অন্ত্রের সংক্রমণের কারণে তিনি আপাতত জনসম্মুখে আসছেন না বলে, তার নির্বাচনী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

গত প্রায় দুই দশক ধরে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসাবে তুরস্কের শাসনভার শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন এরদোয়ান। আগামী ১৪ মে তুরস্কের জাতীয় নির্বাচনে তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আদানায় একটি সেতু উদ্বোধন এবং একটি রাজনৈতিক সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল এরদোয়ানের, কিন্তু অনুষ্ঠানের সময়সূচী পরিবর্তন করে বলা হয়, ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তিনি ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সরাসরি সম্প্রচারিত এক টিভি সাক্ষাৎকার চলাকালে এরদোয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অসুস্থতা নিয়ে পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেটিন কোকা বলেন, এটি গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (পাকস্থলী এবং অন্ত্রের) সংক্রমণ। পরবর্তীতে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার তার পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচনী সমাবেশ বাতিল করা হয়। অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার প্রথম ভিডিওর লিংকের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হন এরদোয়ান। তিনি একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন, কিন্তু সে সময় তাকে বেশ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। পরদিন শুক্রবারের এক ভিডিও ভাষণের সময় এরদোয়ানকে কিছুটা ভালোই মনে হচ্ছিল, সে সময় তিনি একটি ডেস্কের পিছনে থেকে প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের আগে ৬৯ বছর বয়সী নেতার স্বাস্থ্য নিয়ে খুব একটা উদ্বেগ প্রকাশ করেননি অন্যান্য কর্মকর্তারা। অর্থনৈতিক মন্দা এবং ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ মারা যাওয়ার পরও, সাম্প্রতিক জরিপগুলিতে এরদোয়ান তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ২০১১ সালে অন্ত্রের অস্ত্রোপচার করেন এরদোয়ান। ২০০৩ সাল থেকে তিনি তুরস্ক শাসন করছেন, প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী এবং ২০১৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তিনি বেশ জোরেশোরেই নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন, প্রতিদিন সারা দেশে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সমালোচনা করেছেন সুন্নি আলেম

তেহরান : প্রভাবশালী ইরানি সুন্নি মুসলিম আলেম আবদুল হামিদ ইসমাইলজেহি, জাহেদান শহরে শুক্রবারের খুতবায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সমালোচনা করেন। আবদুল হামিদ ইসমাইলজেহি, মৌলভী আবদুল হামিদ নামে পরিচিত। তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য গণভোটের প্রয়োজন হবে না, যদি কর্তৃপক্ষ জনগণের কথা শোনে। মৌলভী আবদুল হামিদ শুক্রবার বলেন, বিশ্বের প্রতিটি সরকারকেই, তা সে হউক, ইসলামী বা অইসলামী, তাদের অবশ্যই জনগণের সাথে থাকতে হবে। কেউই অস্ত্রের জোরে টিকে থাকতে পারে না। আলী খামেনির নাম উল্লেখ না করলেও তিনি কার কথা বলছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, জনগণ গণভোটের অনুরোধ করছে কারণ তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হতাশ এবং তাদের দাবি উপেক্ষিত। হামিদ বলেন একজন নেতা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলাফল যখন পূর্বনির্ধারিত তখন গণভোটের প্রয়োজন কী? জনগণের কান্না শুনতে এবং তাদের ইচ্ছাকে সম্মান জানাতে আমি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এই জনতাই তো ১৯৭৯ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিলো। গত মাসে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে গণভোট আয়োজনের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন যদিও বিরোধীরা বার বার গণভোটের দাবি করে আসছে। আবদুল হামিদ জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে গণভোটের আয়োজন করা। যাতে, ইরানে কোন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করা উচিত, জনগণ তা নির্ধারণ করতে পারে। আবদুল হামিদ তার বক্তব্যের অন্য অংশে বলেন, আলেমদের প্রতি আমার উপদেশ হলো জনগণের পাশে থাকুন। আর, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আমার উপদেশ হলো জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াবেন না। আপনারা জনগণের সন্তান। মানুষ যদি পরিবর্তন চায়, তাহলে আপনারা নিজেদের পরিবর্তন করুন। তেল খাতের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করে আবদুল হামিদ বলেন, জাতীয় মুদ্রা প্রায় সম্পূর্ণরূপে তার মূল্য হারিয়েছে। জনগণের আর্থিক সমস্যা যখন গুরুতর, কর্তৃপক্ষ তখন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি বলেন,দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ আমাদের দেশে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখন আমরা দেখছি, শ্রমিক ও কারখানাগুলো ব্যাপক হারে ধর্মঘটে গেছে। শ্রমিকরা এখন আর বেতন দিয়ে চলতে পারেন না। অনেকেই আছেন, তাদের বেতন এতো কম যে তারা রাস্তায় ঘুমাচ্ছেন। পরে তিনি তার খুতবায় হামিদ বলেন, নেতৃবৃন্দ জনগণকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বিচার ব্যবস্থা রক্তাক্ত শুক্রবারের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করবে। এখন তারা বলছেন কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না কারণ তারা জানেন না কে গুলি করেছে। তিনি আরো বলেন, আপনারা কী করে বাসিজ মিলিশিয়ার সেই খুনিকে ধরলেন এবং সেই খুনির ওপর প্রতিশোধ নিলেন? জনগণ যখন নিরাপত্তা বাহিনীর কাউকে হত্যা করে তখন আপনারা তা তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে বের করতে পারেন যখন তারা জনগণকে হত্যা করে তখন আপনারা তাদের খুঁজে পান না।

টুইটার অর্থের বিনিময়ে নিবন্ধ পড়ার যে সুবিধা প্রথম বছর শেষে তা থেকে ১০ শতাংশ কেটে নেবে টুইটার

টুইটারে নিবন্ধ পড়তেও গুনতে হবে অর্থ : ইলন মাস্ক

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : টুইটারে বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিবন্ধ পড়তে ব্যবহারকারীদের অর্থ গুনতে হতে পারে। এ জন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে প্রতিটি নিবন্ধের জন্য অর্থ আদায়ের সুযোগ করে দেবে টুইটার কর্তৃপক্ষ। গত শনিবার এ কথা জানিয়ে টুইটারের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক বলেন, এটা ব্যবহারকারী ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই লাভজনক।

টুইটারের মালিক ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক এক টুইটে বলেছেন, ‘আগামী মাস (মে) থেকে টুইটারে এই ফিচার যুক্ত হতে পারে। এতে করে মাসিক সাবস্ক্রিপশন (অর্থের বিনিময়ে গ্রাহক হওয়ার সেবা) নেই এমন ব্যবহারকারীরা যাঁরা মাঝেমধ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রকাশিত নিবন্ধ পড়তে চান, তাঁদের প্রতিটি নিবন্ধের জন্য তুলনামূলক বেশি অর্থ গুনতে হবে।’

এর আগে গত শুক্রবার ইলন মাস্ক জানান, অর্থের বিনিময়ে নিবন্ধ পড়ার যে সুবিধা প্রথম বছর শেষে তা থেকে ১০ শতাংশ কেটে নেবে টুইটার। তবে প্রথম বছরে সাবস্ক্রিপশনে কোনো অর্থ কেটে নেওয়া হবে না। এই সাবস্ক্রিপশনের মধ্যে বড় লেখা ও ভিডিও থাকবে।

গত বছরের অক্টোবরে টুইটারের

মালিক হন ইলন মাস্ক। এর পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক পরিবর্তন এনেছেন তিনি। গত বছর টুইটারের আয় কমে যাওয়ার কারণেই অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সেবা চালু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে টুইটারে ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট বা নীল টিক পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অর্থ নেওয়া শুরু হয়েছে।

ইলন মাস্কের মালিকানায় আসার পর টুইটারে ব্যাপকহারে কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে। ইলন মাস্ক মালিক হওয়ার আগে টুইটারের কর্মী ছিলেন সাড়ে সাত হাজার। কিন্তু বর্তমানে টুইটারের কর্মীসংখ্যা দেড় হাজারের মতো। কর্মী ছাঁটাইসহ একের পর এক টুইটারে পরিবর্তন আনার কারণে ইলন মাস্ক সমালোচিতও হচ্ছেন। তবে ইলন মাস্ক এসব কানে তুলছেন না।

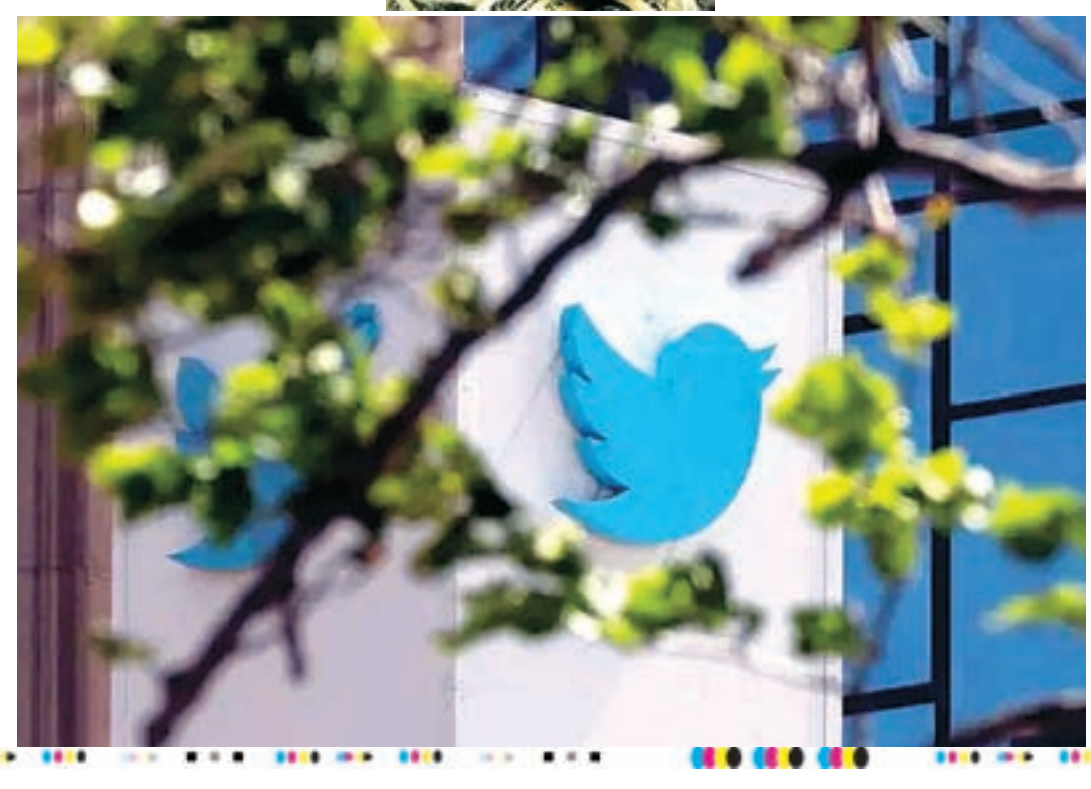

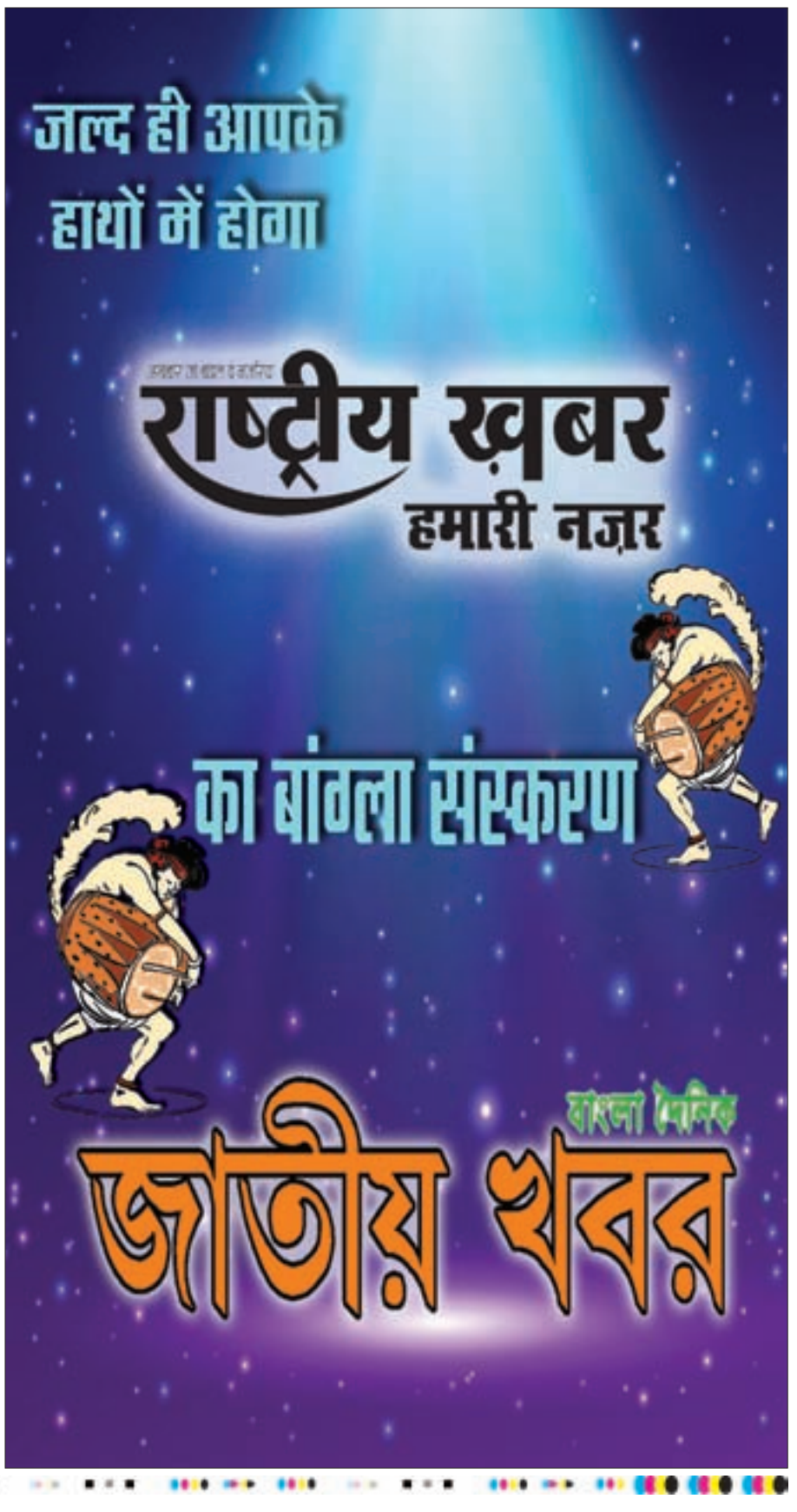

চান্দোয়ারায় ফল ব্যবসায়ী খুন, রেললাইনের কাছে মৃতদেহ উদ্ধার

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। রবিবার সকালে জেলার চান্দওয়ারা থানার অন্তর্গত পিপরাডিহ রেলস্টেশনের কাছে ফল ব্যবসায়ী বাবলু মোদীর (৩৮) মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃত বাবলু মোদী (পিতা রামচন্দ্র মোদী) জয়নগরের বাসিন্দা এবং এখানে একটি ভাড়া বাড়িতে ফলের দোকান চালাতেন। স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাকে ডাকাডাকি করা হয়, পরে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। রোববার সকালে রেললাইনের ওপর তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তথ্যমতে, রাতেই রেলওয়ের চান্দোয়ারা থানা পুলিশকে রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশে লাশ পড়ে থাকার কথা জানালেও পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। ঘটনার বিষয়ে নিহতের বাবা রামচন্দ্র মোদি থানায় দেওয়া আবেদনে জানিয়েছেন, তার ছেলে ৫ বছর ধরে চাঁদোয়ারা বাজারে পুরাতন থানার পাশে ফলের দোকান চালাচ্ছিল। রাতে, চাঁদওয়ারা থানার কর্মচারী আদিত্য শর্মার কাছ থেকে একটি ফোন আসে, তার পরে তার ছেলে বাবলু কুমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর তিনি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সকালে পিপরাডিহ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কাছে তার লাশ পাওয়া যায়। ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ করেন বাবলুর বাবা রামচন্দ্র মোদি । ঘটনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীও সেখানে পৌঁছে তাদের সঙ্গে দেখা করে পরিবারকে সান্ত্বনা দেন।

ডিভিসি কামগার ইউনিয়নের দ্বারা পালিত হবে শ্রমিক দিবস

কোডারমা। ডিভিসি কামগার ইউনিয়নের জেলা সভাপতি বিনোদ পাসওয়ান জানিয়েছেন যে ১ মে সোমবার সকাল ৮টায় বাঁকেডিহ পাওয়ার প্ল্যান্ট কেন লাইন চকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক দিবসে শ্রমিকদের ওপর শোষণ ও অত্যাচার নিয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বাঁকেডিহ পাওয়ার প্ল্যান্টে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হবে। শ্রম দিবসে প্রধান বক্তা সিপিআই জাতীয় পরিষদের সদস্য মহাদেব রাম, সিপিআই জেলা মন্ত্রী প্রকাশ রাজাক, এআইটিইউসি এর রাজ্য সহসভাপতি সোনিয়া দেবী, দশরথ পাসোয়ান, প্রাক্তন উপপ্রধান বীরেন্দ্র যাদব, পুরুষোত্তম যাদব, জোনাল মন্ত্রী সচ্চিদানন্দ পান্ডে, জোনাল মন্ত্রী অর্জুন যাদব, রামেশ্বর যাদব ও সর্বভারতীয় যুব সংঘের জেলা সভাপতি রঞ্জন কুমার রজক, জেলা সম্পাদক কাইয়ুম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য মহিলা সমাজের পঞ্চম জেলা সম্মেলন

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নারীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন ঃমহাদেব

কোডারমা। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মহিলা সমাজ জেলা ইউনিট কোডারমার পঞ্চম জেলা সম্মেলন সাহু ধর্মশালা ঝুমরি তিলাইয়ায় মহিলা নেত্রী বাসমতিয়া দেবী এবং বলওয়া দেবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আগে ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত জগরনাথ মাহতোর মৃত্যুতে ২ মিনিট নীরবতা পালন করে শোক প্রকাশ করেন। সিপিআই জাতীয় পরিষদের সদস্য মহাদেব রাম বলেন, মহিলারা কুসংস্কারের শিকার হচ্ছেন। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মহিলা সমাজ গঠন করে প্রতিটি গ্রামে গিয়ে মহিলাদের সচেতন করতে হবে। দেশে ভ্রূণহত্যা, যৌতুক মৃত্যু, গার্হস্থ্য সহিংসতা, যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে নারী সংগঠনকে। সিপিআই জেলা মন্ত্রী প্রকাশ রাজাক বলেন যে একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও স্লোগান দিচ্ছেন, অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সহপ্রধান নাবালক মহিলা কুস্তিগীরকে যৌন শোষণ করেছেন। মহিলা কুস্তিগীররা তাদের অধিকারের জন্য ব্যবস্থা নিতে দিল্লির যন্তর মন্তর প্রাঙ্গণে ধর্নায় বসেছেন। শ্রী রাজাক বলেছিলেন যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে, বিজেপির কৌশল এবং চরিত্র এবং কথা ও কাজগুলি সামনে আসতে শুরু করেছে। এআইটিইউসি এর রাজ্য সহসভাপতি সোনিয়া দেবী বলেন, পুলিশের যোগসাজশে গোটা কোডারমা জেলায় বেআইনি মদের ব্যবসা চলছে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মহিলা সমাজ খুব শীঘ্রই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে। সম্মেলনে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়, যার সভাপতি বাসমতিয়া দেবী, সম্পাদক বলওয়া দেবী, সহসভাপতি দেবন্তী দেবী, সহসভাপতি কিরণ দেবী, উপসচিব যশোদা দেবী, দেবন্তী দেবী, কোষাধ্যক্ষ ললিতা দেবী, কালবতী দেবী, মুনিয়া দেবী, কালিকা দেবী, প্রমীলা দেবী, মুনিয়া দেবী, বেবী দেবী, মধু দেবী, কিরণ দেবী, ফারজানা খাতুন, দেবন্তী দেবী, শান্তি দেবী, জুবেদা খাতুন, রুকমণি দেবী, পূজা দেবী, সোনম দেবী, পুদিনা দেবী, গুদিয়া দেবী, সোনাম দেবী। , হেমন্তী দেবী, রাখী দেবী, হাসিনা খাতুন, ববিতা দেবী প্রমুখ শতাধিক নারী উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবন্তী দেবী।

জেলা শাসকের দপ্তরে মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের অভিযান

জলপাইগুড়ি ঃ ১০মাসের নয় ১২ মাসের বেতনের দাবি সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তর অভিযান মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের। বুধবার সি আই টি ইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা শাখার পক্ষ থেকে এই অভিযান করা হয়।দাবি সনদের মধ্যে ছিলো, মাসিক নিম্নতম ২৬ হাজার টাকা বেতন , গ্রুপ ডি সরকারী কর্মীর মর্যাদা, পরিচয় পত্র প্রদান প্রমুখবুধবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ইউনিয়নের নেতৃত্ব এবং সদস্যারা জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের মধ্যে দিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফুড ক্যান্টিনের কার্যত উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি ঃ খাদ্য ছায়ার ভার্চুয়াল ওপেনিং করলেন মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী শিলিগুড়ির জংশন বাস টার্মিনালে। শিলিগুড়িতে এবারে চালু হল খাদ্য ছায়া ক্যান্টিন। সেখানে স্বল্প মূল্যে মিলবে সুস্বাদু খাবার। বুধবার শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস টার্মিন আছে এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের খাদ্য ছায়া ক্যান্টিনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

আগামীকাল আলিপুরদুয়ার আসছেন তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জী

আলিপুরদুয়ার। কোচবিহারের পর আগামীকাল আলিপুরদুয়ার আসছেন তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জী। যেখানে তিনি সভা করবেন তার প্রস্তুতি এবার তুঙ্গে।তিনি প্রথম বারবিশা বিবেকানন্দ খেলার মাঠে সভা করবেন।সভা শেষে যাবেন কুমারগ্রাম চা বাগানে।সেখানে তিনি পুজো দেবেন।এরপর আলিপুরদুয়ার শহরের কাছে নবীন ক্লাবের মাঠে রয়েছে অভিষেকের সভা।এই সভা শেষে কালচিনি থানা ময়দানে অভিষেকের একটি সভা রয়েছে।তারপর বীরপাড়ার সেরগেন্ডা ছট নদীর ঘাট।এখানে রয়েছে ভোট দান প্রক্রিয়া।বুথের কর্মীরা আসন্ন পঞ্চায়েতে যোগ্য প্রার্থীদের নাম ব্যালট বাক্সে ভোট দেবেন।

অভিষেকের উপস্থিতিতে নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পূর্ণ হলো ভোট প্রক্রিয়া

কোচবিহার ঃ গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার পর প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় গোসনিমারি হাই স্কুল মাঠ এবং সাহেবগঞ্জে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলেও আজ কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র এবং নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভার পর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পূর্ণ হলো ভোট প্রক্রিয়া। কোচবিহার থেকে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঘোষিত 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচিতে মানুষ তাঁদের পছন্দের প্রার্থীর নাম কাগজে লিখে ব্যালট বাক্সে ফেলবেন। সেগুলি পর্যবেক্ষণ করেই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী ঠিক করা হবে বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন।গোসানিমারি, মাথাভাঙ্গা ও সাহেবগঞ্জে এই কর্মসূচিতে ব্যালট জমা দিতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। তৃণমূল কর্মীরা ব্যালট বাক্স ভাঙচুরও করেন। বুধবার ঘুঘুমারিতে যাতে সেরকম কোনও ঘটনা না ঘটে, সেজন্য ব্যালট বাক্স দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। তাঁদের তদারকিতেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুলিশের তৎপরতায় এদিন কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি।

পাহাড়ে লড়বে এসডিপিআই

শিলিগুড়ি ঃ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এস ডি পি আই) এবারে পাহাড়ের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও লড়াই করবে। বুধবার দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি ফয়জাল আহমেদ এই ঘোষণা করেন। পাশাপাশি জানান, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে তাঁরা ১০ আসনে প্রার্থী দেবেন। এর মধ্যে দার্জিলিং আসনও রয়েছে। ফয়জাল জানান,'বিজেপি গ্রেফ ভাগাভাগির খেলা খেলছে। এই কাজ করে যাচ্ছেন এখানকার বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তও। এদের পরাস্ত করে পাহাড়ে উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরী করাই আমাদের উদ্দেশ্য।' এস ডি পি আই এদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত সমালোচনা করে। তবে রাজ্য সরকারের কাজগুলোর ভুয়সী প্রশংসা করেন।

কালিয়াগঞ্জে ধর্ষণের পর পুলিশপাবলিক সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ টোটো চালক
রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে আহতের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি

উত্তর দিনাজপুরঃ কালিয়াগঞ্জ কান্ডে গুলিবিদ্ধ এক টোটো চালক। আহতের নাম মনোজ কুমার বর্মন। তার বা হাতের বাহুতে গুলি লাগে বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ মেডিকেলে ওটি করে তার হাতের গুলি বেড় করা হয়েছে। বর্তমানে সে রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। তাকে দেখে যান রায়গঞ্জ মেডিকেলের রোগি কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ছিলেন জেলা তৃনমুলের মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস এবং রায়গঞ্জ মেডিকেলের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায়। গতকাল তাকে গুলি করা হয় বলে আহতের দাবী। যদিও ঘটনার সত্যাতা কি তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে দাবী করেন রোগি কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

নেপালে আয়োজিত পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে চলেছে ভারতের ৩০জন প্রতিযোগী

শিলিগুড়ি ঃ ২৮শে এপ্রিল পঞ্চমতম ইন্টারন্যাশনাল ইযোগা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ টুর্নামেন্টে ভারতীয় ৩০জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে চলেছে।বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন সংস্থার সদস্যরা। জানা গেছে, নেপালের ঝাপাতে ২৮ থেকে ৩০শে এপ্রিল ইযোগা চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে।মহিলা এবং পুরুষ উভয় বিভাগের ছয়টি ক্যাটাগরিতে খেলা হবে।সারা ভারতের ৩০জন যার মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে ১৫জন খেলোয়াড় এই আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নেবে। এদিন ইন্ডিয়া টিমের কোচ শিব হাজরা বলেন, যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তরবঙ্গের ফল অনেকটাই ভালো। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি ষষ্ঠ যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ শিলিগুড়িতে আযো়জনের জন্য।

ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় রাস্তার জমি দখল করে বহুতল ভবন নির্মাণ, বিজেপির প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি ঃইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় সরকারি রাস্তা দখল করে তৈরি হচ্ছে একটি বহুতল। এমনি অভিযোগ তুলে ওই এলাকায় বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি। ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় একটি বহুতল তৈরি করছে একটি বেসরকারি সংস্থা। ভারতীয় জনতা পার্টির অভিযোগ বনদপ্তরের একটি সরকারি রাস্তা দখল করে ওই বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে। কাজ বন্ধ করার দাবিতে বৃহস্পতিবার ওই নির্মিয়মান বহুতলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী ও বিজেপি কর্মীরা। এদিন এই বিক্ষোভকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ।

কিশোরী মৃত্যুর জের, কালিয়াগঞ্জে উর্দি খুলে পুলিশকে পেটাল উন্মত্ত জনতা!

উত্তর দিনাজপুর ঃকালিয়াগঞ্জে উন্মত্ত জনতার রোষের মুখে পুলিশকর্মীরা। প্রাণ বাঁচাতে থানা থেকে পালিয়ে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। যদিও তাতেও জনতার রোষ থেকে রেহাই মেলেনি। রীতিমতো বাড়িটির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পুলিশকে পেটায় তারা। প্রকাশ্যে আসা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা লাঠি দিয়ে পুলিশকর্মীদের পেটাচ্ছে। বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও রেহাই পাননি ওই পুলিশকর্মীরা। চলে বেধড়ক মারধর। অভিযোগ, তাঁদের উর্দি খুলেও মারধর করা হয়েছে। মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে নাক মুখ। এমনকি, জনতার রোষ থেকে রেহাই পাননি বাড়িটির মালিকও। প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয় পরিবারটি। বাড়ির মালিকের দাবি, তাঁদের ওপর চড়াও হওয়ার পাশাপাশি, ঘর থেকে টাকা, গয়না লুট করেছে উন্মত্তরা।

মে দিবস , মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের এক বিশেষদিন

১লা মে দিবস। এইদিনটিতে পালিত হয় শ্রমিকদিবস। এই বিশেষ দিনটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবি ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর মানুষ পালন করে থাকে। ১লা মে দিবসের ইতিহাস আজও ইতিহাস চর্চিত বিষয়। ১৮৮৬ সালে আমোরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে আজও বিভিন্ন দেশে পালিত হয .১লা মে দিবস। যেকোনো দেশের উন্নতিতে বা আর্থিক বিকাশে শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। সভ্যতার ইমারত তৈরী করা বা কখনো একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে এক উন্নত সভ্যতা উপহার দেওয়া সবেতেই শ্রমিকের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে। ঐতিহাসিক মে দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আজকের শ্রমিক শ্রেণিকে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঁচার মন্ত্রধ্বনি শোনায়।বর্তমান সময়ে শ্রমিকেরা উপযুক্ত সন্মান ও শ্রমের মর্যাদা পাক। অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান,শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সকল বিষয়ে শ্রমিকদের নিশ্চয়তা থাকুক আজকে শ্রমদিবসে আমাদের সকলের এটাই প্রত্যাশা থাকুক। মানব সভ্যতার উন্নতির ইমারত ওরাই বয়ে নিয়ে চলে। তাই কবির কথায় আজও বলতে হয় যেন,

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে ওরা কাজ করে।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

ঘর সামলানোর পাশাপাশি খেলার মাঠ ও সামলাচ্ছেন সীমা চক্রবর্তী

শিলিগুড়িঃ বিদেশের মাটিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন সীমা চক্রবর্তী। গত বছরে তিনি বাংলাদেশ থেকে জয়ী হয়ে এসেছেন। খুব ছোট থেকেই অ্যাথলেটিক্স এর উপর তার ভালবাসা। শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সীমা চক্রবর্তী। জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে খেলেন সীমা। একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান সংসার সামলেও খেলার জন্য নিয়মিত সময় বের করেন,ভবিষ্যতে অলিম্পিকে খেলার লক্ষ্য রয়েছে সীমার। দেশের নাম আরো উজ্জ্বল করতে চান, শিলিগুড়ির তরাই অ্যাথলেটিক্স কোচিং সেন্টারে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। গত বছর তিনি স্থানীয় কাউন্সিলর এবং কয়েকটি সমাজসেবীর সংগঠনের সহযোগিতায় বাংলাদেশে যেতে পেরেছিলেন সেখানে দেশের নাম উজ্জ্বল করে ফিরেছেন। এ বছরও তার শ্রীলঙ্কার থেকে ডাক এসেছে কিন্তু শ্রীলংকার যাবার জন্য পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকার প্রযো়জন এই মুহূর্তে তিনি এই খরচ বহন করতে সক্ষম নন। তাই শহরবাসীর কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। যাতে এবারও দেশের নাম বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল করতে পারেন।

নদীর পাড় থেকে প্লাস্টিক মোড়া অবস্থায় এক সদ্যজাতের মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ মঙ্গলবার সকালে নদীর পাড় থেকে প্লাস্টিক মোড়া অবস্থায় এক সদ্যজাতের মৃতদেহ উদ্ধার নকশালবাড়িতে।আজ শিলিগুড়ি মাহকুমার নকশালবাড়ির কমলা জোতে খেমচী নদীর পাড়ে সদ্যজাতের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায় । নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তির নজরে আসতেই নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে সদ্যজাতের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্লাস্টিকের মধ্যে কিভাবে সদ্যজাতের মৃতদেহ নদীর পাড়ে এল তা তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো

নিজেকে মানববোমা বলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্লাসরুমের ছাত্রছাত্রীদের মেরে ফেলার হুমকি, তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা থানার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রমোহন হাইস্কুলে

মালদা ঃএকহাতে পিস্তল, অপর হাতে পেট্রোল বোমা এবং গোটা গায়ে জড়ানো ইলেকট্রিক বোমা। পায়ের মোজায় আটকানো ভোজালি। এই অবস্থায় আচমকাই সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লো এক আততায়ী। বন্ধুক উচিয়ে এবং নিজেকে মানববোমা বলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ক্লাসরুমের ছাত্র ছাত্রীদের মেরে ফেলার হুমকি দেয় সে। রোমহর্ষক ঘটনায় বুধবার দুপুর ১২ টা নাগাদ তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা থানার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রমোহন হাইস্কুলে। এমনকি ক্লাস রুমের কর্মরত এক শিক্ষিকার মাথায় বন্দুক ধরে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। ওই আততায়ীর ভয়ে ক্লাসরুমে থাকা প্রায় ৭০ জন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষিকা ভয়ে যুবুথুবু হয়ে পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুল চত্বরে শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে স্কুল পড়ুয়াদের হাইজ্যাক করার ঘটনার খবর জানতে পেরে গায়ে বুলেট প্রুপ জ্যাকেট পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ ধরে ওই আততায়ীর সাথে বাইরে থেকেই কথাবার্তা চলতে থাকে। এরই মধ্যে গোটা এলাকায় বিষয়টি চাউর হয়ে যায়। আর তাতেই স্কুল চত্বরে কয়েক হাজার গ্রামবাসীর জনরোষ আছড়ে পরে। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টার পর পুলিশ দেব বল্লভ (৪৮) নামে ওই আততায়ীকে আগ্নেয়াস্ত্র , বোমা সহ ধরে ফেলে । বুধবারের এমন ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে। ওই স্কুলে পাঠরত নিজেদের ছেলেমেয়েরা অক্ষত রয়েছে কিনা, তা জানতে ভিড় করেন অভিভাবকেরা। পুলিশের হাত থেকে ধৃতকে ছিনিয়ে নিয়ে গণপিটুনি দেওয়ার চেষ্টা চালাই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম দেব বল্লভ। তার বাড়ি পুরাতন মালদার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমুয়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, বেশ কয়েক রাউন্ড কার্তজ , চারটি পেট্রোল বোমা, একটি ভোজালি এবং ধৃতদের শরীরে জড়ানো আরো বেশ কয়েকটি ইলেকট্রিক বোমা উদ্ধার হয়েছে। এমন ঘটনা কেন ঘটালো ওই আততায়ী প্রাথমিক তদন্তে এব্যাপারে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, দেব বল্লভ নামে ওই ব্যক্তি এদিন সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসরুমে ঢুকে বন্ধুক হাতে নিয়েই তার ছেলে রুদ্র বল্লভ, দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এবং স্ত্রী রিতা বল্লভকে ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়ে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ধৃত ওই ব্যক্তির স্ত্রী এবং ছেলে গত এক বছর ধরে তার সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। কিন্তু ধৃত ব্যক্তি ক্লাসরুমে ঢুকে হাতে বন্দুক নিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে দুষ্কৃতীরা নাকি তার স্ত্রী ও ছেলেকে এক বছর আগে তুলে নিয়ে গেছে। প্রশাসন নাকি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই তাকে বাধ্য হয়ে এদিন এরকম ঘটনা ঘটাতে হয়েছে। মুচিয়া চন্দ্রমোহন হাই স্কুলের এক শিক্ষক দেবাশীষ শীল জানিয়েছেন , আমরা ভাবতে পারছি না যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। কেবলমাত্র প্রথম পিরিয়ডের ক্লাস শুরু হয়েছিল সেই সময় স্কুলের একটি ছোট্ট গেট খোলা ছিল। পীঠে ব্যাগ নিয়েই ওই ব্যক্তিকে ঢুকতে দেখি। এরপরই সে সপ্তম শ্রেণীর একটি ক্লাসে ঢুকে পড়ে। সেখানে তখন একজন শিক্ষিকা ক্লাস নিচ্ছিলেন। তারপরেই দেখি যে বন্দুক বার করে এবং হাতে বোমা নিয়েই তাণ্ডব শুরু করে দেয় ওই আততায়ী। তখনই আমরা পুলিশকে খবর দিই । অবশ্যই এমন ঘটনায় প্রত্যেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, একটা পারিবারিক সমস্যা রয়েছে ধৃত ওই ব্যক্তির। কিন্তু তা বলে স্কুলে ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটাবে সেটা কেউ ভাবতেই পারে নি । ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র , রাসায়নিক বস্তু উদ্ধার হয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষার পরেই বিষয়টি সম্পর্কে বলা যাবে। তবে অভিযুক্ত দেব বল্লভ নামেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কেও এখনই কিছু পরিষ্কারভাবে বলা যাচ্ছে না। সমস্ত বিষয়টাই তদন্ত সাপেক্ষ । বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

চড়ক খেলা দেখাতে গিয়ে আহত হয়ে কুসংস্কারের বলি হলো সঙ্গ

জলপাইগুড়ি ঃ গত ১৫ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিনে বাংলার অন্যান্য জেলার সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রাচীন রীতিনীতি মেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো চড়ক পূজা, আর এই চড়ক পুজোকে ঘিরেই গ্রামে গ্রামে বসেছিল চড়ক মেলা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোরানি পাড়ার বাসিন্ধা বছর আটচল্লিশের মধু বর্মন চড়ক দলের গুরুর নির্দেশে পিঠে বড়শি গেঁথে চড়ক এর সঙ্গে শূন্যে ঘুরে খেলা দেখানোর জন্য পাড়া প্রতিবেশীদের অগোচরেই গিয়ে ছিলো পার্শ্ববর্তী গ্রাম মন্ডল ঘাটের তেলিপাড়ায়। প্রথম দুবার চরকের সঙ্গে পিঠে বড়শি গেঁথে ঘুরে খেলা দেখালেও তৃতীয় বার পিঠে গাঁথা বড়শির দড়ি ছিড়ে মাটিতে পরে যায় সঙ্গ সাজা মধু বর্মন এবং বুকে পেটে আঘাত পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর থেকেই ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হোতে থাকলেও চড়ক দলের গুরু আশ্বাস দেন কেউ বান মেরেছে যার ফলেই এই ঘটনা এবং শারীরিক অসুস্থতা। এভাবেই কার্যত বিনা চিকিৎসায় নয় দিন কোরানী পাড়া গ্রামের বাড়ীতেই পরে থাকে দিন মজুরের কাজ করে খাওয়া মধু বর্মন। সোমবার সমস্ত ঘটনা জানার পরেই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায়, এক প্রকার জোর করেই আহত মধু বর্মন কে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। তবে দীর্ঘ সময় গুরুর সেই বান মারার গল্প বিশ্বাস করে বসে থাকা মধু বর্মণের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে যায়, কর্তব্যরত চিকিৎসকদের বহু চেষ্টার পরও মঙ্গলবার মৃত্যু হয় মধু বর্মণের। ঘটনা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায় জানান। আমরা মানা করার পরেও মধু গিয়ে ছিলো চড়ক খেলা দেখাতে কিছু টাকা পাবে এই আশায়, মধুর স্ত্রী মানসিক ভাবে দূর্বল, একটি মাত্র ছোট্ট ছেলে রয়েছে মৃত মধু বর্মণের, আমরা পরিবারটির পাশে থাকার চেষ্টা করবো সর্বক্ষণ।

মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে সেই চুরি যাওয়া শিশু

শিলিগুড়ি ঃ অবশেষে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে সেই চুরি যাওয়া শিশু। সুস্থ্য রয়েছে মা ও শিশু দুজনের। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অনুমতি পেলেই বুধবারই বাড়ি ফিরবে সে। খুশি ওই শিশুর পরিবারের সদস্যরা। তবে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি তোলেন তারা। নিরাপত্তা বাড়াতে বাড়তি পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন কলেজের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা, নামে পুস্তক লিখবেন সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ আজ ৩০ শে এপ্রিল ২০২৩ রবিবার বেলা ১১ টায় মুক্তেশ্বর ধাম হরিনাতে ভক্তদের একটি বৈঠক হলো।সেই বৈঠকে ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠিত কবি,লেখক ও মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক সুনীল কুমার দে হরিনা বাবার মহিমা নিয়ে, মহাতীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম হরিনা, নামে একটি বই লেখার প্রস্তাব দিলেন।বৈঠকে সকল ভক্তগন সুনীল বাবুর প্রস্তাবে রাজী হলেন ও এই মহান কাজে সহযোগ করার আশ্বাস দিলেন।ইতি মধ্যে সুনীল বাবু কাপড় গাদী ঘাটের রুক্কিনি মা ও যুগপুরুষ বিনয় দাস বাবাজী ইতিহাসিক পুস্তক লিখে খুবই জনপ্রিয় হয়েছেন।তিনি এর আগে মাতাজী আশ্রম হাতা ও রামগড় আশ্রম হাতার ও ইতিহাস লিখেছেন।এই বিষয়ে অঞ্চলের বয়স্ক ও জানকারী লোকের ও সহযোগ নেওয়া হবে যাতে বই টি সুন্দর ও নিখুঁত হয়।পুস্তকে বাবার মহিমা,মুক্তেশ্বর ধামের ইতিহাস, পূজারীদের বিবরণ,কমিটির বিবরণ,বিভিন্ন মন্দিরের বিবরণ,মুক্তেশ্বর ধামের উৎসব,পূজা পার্বন ও ক্রিয়া কলাপ,যাতায়াতের বিবরণ ও অলৌকিক বাবার কথা ও কাহিনীর বর্ণনা থাকবে।এই বৈঠকে পূজারী ও অধ্যক্ষ বজরাঙ্কন দণ্ডপাট,পূর্ব সেক্রেটারি কমল নায়ক,বর্তমান সেক্রেটারি বিদ্যাধর সাহু,কৃপা সিন্ধু বারিক,সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,কৃষ্ণ গোপ,মোহিতোষ গোপ,বলরাম গোপ,শিশির মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,ভবতরণ মণ্ডল ও আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

জয়দা শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে আজসু পার্টি

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ রবিবার, প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র সহিস এবং আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহতোর নেতৃত্বে, আজসু কর্মীরা জয়দা শহীদ বেদীতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। আজসুর কর্মীরা শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শহীদদের স্মরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র সহিস বলেন, চান্ডিল বাঁধ নির্মাণের পর থেকে আজ পর্যন্ত বাস্তুচ্যুতরা লড়াই করে আসছে। বর্তমান সরকারের দেরি না করে বিস্থাপিতদের সমস্যা সমাধান করা উচিত কারণ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন নিজেই বলেছিলেন যে তাঁর সরকার গঠনের পরেই তিনি চান্ডিল বাঁধের বিস্থাপিতদের ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য কাজ করবেন। রামচন্দ্র সহিস বলেন, হেমন্ত সরকারের সাড়ে তিন বছর পূর্ণ হলেও এখনো পর্যন্ত বাস্তুচ্যুতদের স্বার্থে কোনো উদ্যোগ নেয়নি, যা দুঃখজনক। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিধানসভা নির্বাচনে বাস্তুচ্যুত কমিশন গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, সরকার বাস্তুচ্যুত মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

এই উপলক্ষে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো বলেছেন যে তিনি ঐতিহাসিক জয়দা শহীদ স্থলে শহীদ বেদীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৮ সালে, চান্ডিল বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বাস্তুচ্যুত মানুষের দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই জনসভায় তৎকালীন বিহার সরকারের (কংগ্রেস সরকার) নির্দেশে বাস্তুচ্যুতদের উপর গুলি চালানো হয়েছিল। সেই গণহত্যায় বহু বাস্তুচ্যুত শহীদ হন। এই ঘটনাটি দেখায় যে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ইচাগড় বিধানসভার জনগণের সম্মতি ছাড়াই জোরপূর্বক চান্ডিল বাঁধ নির্মাণ করায়। তিনি বলেন, বাঁধ নির্মাণের ৪০ বছর পরও আজ পর্যন্ত বাস্তুচ্যুতরা তাদের অধিকার পায়নি, যা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। হরেলাল মাহাতো বলেন, যে কংগ্রেস সরকার জোর করে বাঁধ নির্মাণ করে ইচাগড় বিধানসভার হাজার হাজার পরিবারকে গৃহহীন করেছিল, আজ সেই কংগ্রেসের সঙ্গে জেএমএম সরকার চালাচ্ছে। জনগণ জেএমএমের এই জনবিরোধী চরিত্রকে চিনতে পেরেছে, আগামী দিনে জনগণ এর উপযুক্ত জবাব দেবে। এই উপলক্ষে আজসু পার্টির জেলা সভাপতি শচীন মাহাতো, মাধব সিং মুন্ডা, প্রদীপ গিরি, মঙ্গল টুডু, লক্ষ্মীকান্ত মাহাতো, পুলক সাথপতি, প্রভাকর মাহাতো প্রমুখ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

চোপড়ার পরে ইসলামপুরে অভিষেক! অনুগামীদের নিয়ে অনুপস্থিত 'অভিমানী' আব্দুল করিম চৌধুরী

কলকাতা ঃ তৃণমূলে নব জোয়ার কর্মসূচি নিয়ে চোপড়ার পরে ইসলামপুরে সভা করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দুই সভাতেই অনুপস্থিতি তৃণমূল বিধায়র আব্দুল করিম চৌধুরী। অভিযোগ তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে অভিষেক এসে নিয়ে গেলে তবেই তিনি যাবেন বলে জানান। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে বড় করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্টার। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানানোর কথাও লেখা রয়েছে। কিন্তু অভিষেক সেখানে যাননি। আর যে বাড়ির দেওয়া সেই পোস্টার সেই মেলামাঠ গোল ঘরে সারা দিন ধরে অনুগতদের নিয়ে সময় কাটালেন বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক। এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি অভিযোগ করেন, এতদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করেন। কিন্তু সেই দলে তাঁর কোনও সম্মান নেই। তিনি বলেন, আগে দল ভাল ছিল। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা বাইরে বলার মতো নয়। চোপড়া ও ইসলামপুরে নব জোয়ার কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নিশানা করেন। কিন্তু অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই সভায় স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীকে আমন্ত্রণ না জানানোর অভিযোগ তুলেছে বিধায়ক স্বয়ং। বিধায়কের দাবি সভায় যাওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাননি উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি। তিনি জানিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে ফোন এসেছিল । বলা হয়েছিল কর্মসূচি রয়েছে, যেতে হবে। কিন্তু বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি প্রায় দুমাস ধরে নিজেকে বিদ্রোহী বিধায়ক বলে ঘোষণা করেছেন। ২০২১এর মতো জবাব দিতে হবে বিজেপিকে, ২০২৩এর পঞ্চায়েত জয়ের মন্ত্র তৃণমূলের আব্দুল করিম চৌধুরী এব্যাপারে আক্রমণ করেছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইহালাল আগরওয়ালকে। তিনি বলেছেন, ব্লক দলের তাঁর বিরোধী লোকের হাতে রয়েছে। তিনি সন্ত্রাস করিয়ে এলাকা নিজের দখলে রাখতে চাইছেন। তাঁর অনুগতদের ওপরে হামলার অভিযোগ শীর্ষ নেতৃত্বকে করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন করিম চৌধুরী। দলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু থেকে পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী বাছাই নিয়ে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশকে নিশানা করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকেও আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থী তালিকায় সিলমোহর না দিলে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তারপরেই ঘটল এদিনের এই ঘটনা। বলির পাঠা কেষ্ট মণ্ডল! বুথে বুথে তৈরি করিম চৌধুরীরা, বিস্ফোরক অধীর চৌধুরী প্রসঙ্গত এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুমাসের জনসংযোগ যাত্রার ষষ্ঠ দিন। চোপড়া, ইসলামপুর, চাকুলিয়া, করণদিঘিতে সভা করার পরে তিনি রাত কাটাবেন করণদিঘিতে। সেখানেই গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এদিন কর্মসূচির মাধে গোয়ালপোথরের কানকি ধাম মন্দিরে পুজো দেন।

কনওয়ের শতরান হাতছাড়া, চিপকের প্রাপ্তি ধোনি ঝামাকা, পাঞ্জাবকে ২০১ রানের টার্গেট চেন্নাইয়ের

কলকাতা ঃ আইপিএলে চিপকে পাঞ্জাব কিংসের সামনে জয়ের জন্য ২০১ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখল চেন্নাই সুপার কিংস। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিএসকে অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তুলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। ৫২ বলে ৯২ রানে অপরাজিত থাকলেন ডেভন কনওয়ে। মহেন্দ্র সিং ধোনি ৪ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। অর্শদীপ সিং এখন বেগুনি টুপির মালিক। টানা ২টি ম্যাচে হার চেন্নাই সুপার কিংসের চেন্নাই সুপার কিংসের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৯.৪ ওভারে ৮৬ রান। চারটি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে ৩১ বলে ৩৭ রান করেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। শিবম দুবে তিনে নেমে ১৭ বলে ২৮ রান করেন। মঈন আলি ৬ বলে ১০ ও রবীন্দ্র জাদেজা ১০ বলে ১২ রানে আউট হন। ১৯.১ ওভারে জাদেজা আউট হলে ব্যাট করতে নামেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চিপকের হলুদ গ্যালারি গর্জন করে স্বাগত জানান মাহিকে। প্রথম বল ধোনি মিস করেন। তৃতীয় বলে ১ রান নিয়ে স্ট্রাইক দেন কনওয়েকে। চতুর্থ বল করতে গিয়ে ওয়াইড দিয়ে বসেন কারান। পরের বলে ১ রানের বেশি পাননি কনওয়ে। এরপর ধোনি পঞ্চম ও শেষ বলে হাঁকান বিশাল ছক্কা। ধোনিধামাকাই চেন্নাই সুপার কিংসকে ২০০ রানে পৌঁছে দেয়। ডেভন কনওয়ে ৯ ম্যাচে ৪১৩ রান করে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটারদের তালিকায় দুই নম্বরে এলেন। তিনে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। তিনি ৯ ম্যাচে ৩৫৪ রান করেছেন। কনওয়ে আজ চলতি আইপিএলে পঞ্চম অর্ধশতরান হাঁকালেন। এদিনের আগে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৫০, আরসিবির বিরুদ্ধে ৮৩ ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন। কেকেআরের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৫৬। গুজরাত টাইটান্স ম্যাচে ১, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে শূন্য ও রাজস্থানের বিরুদ্ধে ফিরতি সাক্ষাতে করেন ৮। আইপিএলের ১০০০তম ও জন্মদিনে রোহিতের মাইলস্টোন ম্যাচ! টস জিতে ব্যাটিং রাজস্থানের পাওয়ারপ্লের প্রথম ৬ ওভারে চেন্নাই তোলে বিনা উইকেটে ৫৭, ৭ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে ২ উইকেট খুইয়ে ৮৯ রান তোলে। শেষ পাঁচ ওভারে ২টি উইকেট পড়ে, ওঠে ৫৪ রান। অর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে ১টি উইকেট নেওয়ায় তাঁর উইকেটসংখ্যা হলো ১৫। স্যাম কারান ৪ ওভারে ৪৬, রাহুল চাহার ৪ ওভারে ৩৫ ও সিকান্দর রাজা ৩ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ১টি করে উইকেট নেন।

নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত১০০' সম্প্রচারিত রাষ্ট্রসঙ্ঘে, মিলল জাতীয় ঐতিহ্য হয়ে ওঠার বার্তা

কলকাতা ঃ নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' এক এক করে পা দিল ১০০য়। ১০০তম পর্ব প্রচারিত হল ২০২৩এর ৩০ এপ্রিলে। এই ১০০তম 'মন কি বাত' প্রচারিত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘেও। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে এল শুভেচ্ছা বার্তাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০০তম পর্বের মন কি বাতে তা প্রচারিতও হল। ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর শুরু হয়েছিল মন কি বাতের অনুষ্ঠান। ২০২৩ সালে ৩০ এপ্রিল তার শততম পর্ব প্রচারিত হল। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, মন কি বাতের মাধ্যমে একের পর এক গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমার কাছে জনতাই ঈশ্বর। তাই মন কি বাতে তাঁদের মনের কথা উপলব্ধ করার চেষ্টা করেছি আমরা। মন কি বাতের শততম পর্বটি স্মরণীয় হয়ে থাকল।কারণ এই প্রথমবার তা দেখানো হল রাষ্ট্রসঙ্ঘে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হবে। এই ঘটনা একপ্রকার নজিরবিহীন। নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাতের ১০০তম এভাবে বিশ্বমানচিত্রেও ছড়িয়ে পড়ল। বিজেপির তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল মন কি বাত সম্প্রচার নিয়ে। শততম মন কি বাতের সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ১০০টি করে জায়গায়। দেশজুড়ে প্রায় চার লাখ জায়গায় এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ১০০তম পর্বের মন কি বাতকে ঐতিহাসিকভাবে সফল করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজেপি উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি ও তাদের জোটসঙ্গী পরিচালিত রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনেও মন কি বাতের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একইসঙ্গে ভারত ছাড়িয়ে মন কি বাতের অনুষ্ঠান সুদূর আমেরিকায় নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দফতরেও সম্প্রচারিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর তাদের মনের কথা শোনা উচিত! প্রতিক্রিয়া ধর্নায় বসা কুস্তিগীরদের রাষ্ট্রসঙ্ঘ শুধু সম্প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি, শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠানো হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে একটি বার্তায় বলা হয়েছে, মন কি বাতের অনুষ্ঠানটি জাতীয় ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ লোককে ভারকের উন্নয়নমূলক যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করছে নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান। শুধু রাষ্ট্রসঙ্ঘে নয়, লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনেও মোদীর মন কি বাত সম্প্রচারিত হয়। সরকারের তরফে আগে জানানো হয়েছে, দেশের ১০০ কোটি মানুষ একবার না একবার হলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনেছেন। প্রায় ২৩ কোটি মানুষ নিয়মিত মন কি বাত শোনেন। প্রসার ভারতীর সিইও গৌরব দ্বিবেদী একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯ থেকে ৩৪ বছর বয়সি শ্রোতাদের সংখ্যা ৬২ শতাংশ। এদিন মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদেশ যাওয়ার আগে নিজের দেশকে জানুন। তিনি মেক ইন ইন্ডিয়ার বার্তা দেন। বলেন, ভোকাল ফর লোকাল, লোকাল টু গ্লোবাল উদ্যোগ দেখা গিয়েছে বারবার।

৬০ বছর আগে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এক রোগের, তারপর থেকে এ গ্রামের অধিকাংশই বামন

বেইজিং ঃ বিশ্বে ২০ হাজার জনের মধ্যে এক জন বামন হয়ে থাকেন। কিন্তু সেই হিসেব বদলে দিচ্ছে চিনের ইয়াংসি গ্রাম। ৬০ বছর আগে এখানে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এক রোগের। তারপর থেকে এ গ্রামের অধিকাংশই বামন। চিনের এই বামন গ্রাম ইয়াংসি অবস্থিত সিচুয়ান প্রদেশে। আপাত অখ্যাত এই ইয়াংসি গ্রামকে বিশ্ব চেনে বামন গ্রাম হিসেবেই। ভারতেও রয়েছে এমনই এক বামন গ্রাম। সে গ্রামের নাম 'আমার'। অসম প্রদেশে অবস্থিত। কিন্তু সেই বামন গ্রাম গড়া এক মহৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু চিনের ইয়াংসি নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছেন। এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৮০ জন। তার মধ্যে অর্ধেকই বামন বা খর্বকায়। ৬০ বছর আগে এক রোগ খর্বকায় শিশু জন্মানোর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। সেই রোগের প্রভাবে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি আটকে যায় ইয়াংসি গ্রামে, বিশেষজ্ঞদের তেমনই ধারণা। বিশেষজ্ঞরা ইয়াংসি গ্রামকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। কী কারণে এমনটা ঘটছে তা বুঝতে পারছেন না কেউ। রোগের প্রাদুর্ভাব যদি হয়ে থাকে, তো তা হয়েছিল ৬০ বছর আগে। তার প্রভাব এখনও কী করে চলবে। পরীক্ষার মাধ্যমে নানারকম কারণ বিশ্লেষণ করে চলেছেন তাঁরা। চিনের বিখ্যাত এই গ্রামে ৮০ জন মানুষের মধ্যে ৪০ জন একেবারেই খর্বকায়। কেন এত বামন এ গ্রামে, তা নিয়ে কাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা। গ্রামটিতে এত সংখ্যক বামন জন্ম নেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় কিছু কিছু মানুষের জিনগত কারণে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। ফলে স্বাভাবিক উচ্চতাও কম হয়। বিজ্ঞান বলছে, হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হওয়াই এ জন্য দায়ী। জিনগত ও জন্মগত বিভিন্ন ত্রুটিকে এসব ক্ষেত্রে দায়ী করে থাকে বিজ্ঞান। একজন স্বাভাবিক মানুষের উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কম হয়ে থাকলে তাকে খর্বাকায় বা বামন বলে গণ্য করা হয়। ইয়াংসি গ্রামের সর্বাপেক্ষা লম্বা মানুষের উচ্চতা ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি। আর সর্বাপেক্ষা খাটো মানুষের উচ্চতা ২ ফুট ১ ইঞ্চি। ১৯৫১ সালের পর থেকেই এই গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে কানাঘুষো শোনা যেত। বিজ্ঞানীরা সরেজমিনে তদন্তও শুরু করেন তারপর।

মে মাসে ঘটতে চলেছে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রাখবেন কোন রাশির ব্যক্তিরা

রাঁচি ঃ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্রে। চলতি বছরের মে মাসের ৫ তারিখ শুক্রবার ঘটবে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হবে। রাত ৮ টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হবে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ, যা চলবে একটা পর্যন্ত। চন্দ্রগ্রহণের সূতক সময়ে ন'ঘন্টার আগে থেকে শুরু হবে চন্দ্রগ্রহণ। কোন রাশির ব্যক্তিদের খারাপ সময় শুরু হবে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব বারো রাশির ব্যক্তিদের ওপরেই পড়বে। কারোর জন্য তা শুভ হবে, আবার কারোর জন্য তা অশুভ হবে। এই সময়ে চার রাশির জাতক জাতিকাদের অশুভ সময় শুরু হবে, জানুন সেই রাশির তালিকায় কোন রাশির ব্যক্তিরা রয়েছে।

মেষ রাশি চন্দ্রগ্রহণের সময় মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের খুব খারাপ সময় শুরু হবে। আপনি জীবনে যা চাইবেন তাই করতে পারবেন না। সকল কাজেই পিছিয়ে পড়বেন। খুব সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলবেন আপনি। দাম্পত্য জীবনে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে এসময়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে অশান্তিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। মানসিকভাবে খুব চাপে পড়বেন আপনি।

বৃষ রাশি বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণে বৃষ জাতকজাতিকাদের খুব খারাপ সময় শুরু হবে। এসময়ে নানান অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আপনি যদি কারোর থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন সেই নিয়ে টাকা আপনি এখনই শোধ করতে পারবেন না। আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বেন। মাথা ঠান্ডা রেখে সব কাজ করার চেষ্টা করবেন।

কর্কট রাশি চন্দ্রগ্রহণের অশুভ প্রভাব পড়বে কর্কট রাশির ব্যক্তিদের উপর। এসময়ে আপনার স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাবে। মাথা ঠান্ডা রেখে প্রত্যেকটি কাজ করতে হবে না। নানান অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে। এই রাশির ব্যক্তিরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে। অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে আপনাকে। খুব সতর্ক হয় সব কাজ করার চেষ্টা করবেন। গাড়ি চালালে সতর্ক হয়ে গাড়ি চালান।যদি আপনি অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে চান তাহলে ভগবান শিবের পুজো করতে পারেন।

সিংহ রাশি চন্দ্রগ্রহণের অশুভ প্রভাবে সিংহ রাশির জাতক জাতিকার খারাপ সময় শুরু হবে। এসময় আপনাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।কঠিন পরিশ্রম করলে তবেই জীবনে সাফল্য আসবে। আপনার মানসিক চাপের সৃষ্টি হতে পারে। যে কোন কাজ করার আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করুন। আত্মবিশ্বাস ক্রমশ হারাতে থাকবেন আপনি। তাই মাথা ঠান্ডা রেখে প্রতিটি কাজ করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যদের সঙ্গে ভালোভাবে থাকার চেষ্টা করবেন।

সম্পাদকীয়

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এরপর কেউ কি নোবেল পেতে চাইবেন

এ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ৯৫৪ ব্যক্তি এবং ২৭টি সংগঠন। এ তালিকায় এশিয়ার প্রতিনিধি ৭০ জনের মতো। বিশ্ব মানবসম্পদে এশিয়ার হিস্যার (৬০ শতাংশ) তুলনায় এটা অল্পই বলতে হবে। তার মাঝে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার নিয়ে যে অঞ্চল, তার পুরস্কার হিস্যা তুলনামূলকভাবে আরও কম। এশিয়ার নোবেলের বড় অংশ গেছে জাপানের ঘরে। অতীতে নোবেল পাওয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিশেষ উল্লাসের ব্যাপার ছিল। সামনে বোধ হয় তেমন নাও হতে পারে। বিশেষ করে অং সান সু চি, আবদুস সালাম, মাদার তেরেসা, মুহাম্মদ ইউনূসের পর অমর্ত্য সেনকে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলের কেউ এ রকম বিশ্বসম্মান নাও পেতে চাইবেন পেলেও দ্রুত নিজ নিজ জনপদ ছেড়ে লুকাতে চাইবেন দূরে কোথাও। দক্ষিণ এশিয়ায় নোবেল বিজয়ীদের দুর্গতি যে মৃত্যুর পরও তাড়া করতে পারে, তার নজির আবদুস সালাম। তিনি

আহমদিয়া বা কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের মানুষ। যদিও পুরস্কার পেয়েছিলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গবেষণা ও পরিশ্রমের জোরে, কিন্তু তাঁর দেশের নাগরিকদের বড় অংশের কাছে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসই ছিল মুখ্য, জ্ঞানজগতে তাঁর অবদান নয়। ফলে, একপর্যায়ে এও দেখা গেছে, তাঁর কবরের ফলকে পরিচয়বিবরণী থেকে 'মুসলমান' পরিচয় ঘষে তুলে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে আহমদিদের 'অমুসলমান' ঘোষণার সঙ্গে এ উদ্যোগ সম্পর্কিত ছিল। আবদুস সালাম প্রায় ৪৫ বছর নিজ দেশে বিজ্ঞান গবেষণায় বিপুল অবদান রাখলেও প্রধান জনগোষ্ঠী তাঁকে কীভাবে দেখে, উপরিউক্ত ঘটনায় তার কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। আবদুস সালামের নোবেল প্রাপ্তির ৩৫ বছর দেশটির দ্বিতীয় নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাইয়ের অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। ১৭ বছর বয়সী কারও নোবেল পাওয়া ঘটনা হিসেবে বৈশ্বিকভাবে বিশেষ সম্মানের হলেও পাকিস্তানে বিরাটসংখ্যক মানুষের কাছে তিনি 'পশ্চিমের সংস্কৃতি' প্রচারকারী হিসেবে নিন্দার শিকার। ধর্মীয় মূল্যবোধে মালালার কমতি আছে বলে শক্তিশালী অভিমত আছে। পাকিস্তানে আবদুস সালাম ভিন্নধাঁচের বিড়ম্বনার আভাস পেয়ে ৬৮ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। পরে তাঁর মৃতদেহ কেবল দেশে ফেরে। মিয়ানমারে সু চির পক্ষে পালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন তাঁর বার্ধক্যও প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ছাড় পাচ্ছে না। লিউ শিয়াবো বাঁচতেই পারেননি। মালালাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে আধা গোপন, আধা প্রকাশ্য এক জীবনে। সেন পরিবারের বসতভিটাও হয়তো 'উদ্ধার' করে নেবে সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার। মালালা ছাড়াও এ অঞ্চলে আরও তিনজন 'শান্তি'তে নোবেল পান। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া নোবেল পুরস্কারের বড় এক অংশই গেছে 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান'এর জন্য। তবে বিস্ময়কর ও কৌতুকের হলো, এ রকম পুরস্কারগ্রহীতারা প্রায় সবাই গুরুতর অশান্তির মধ্যে পড়েছেন বলে তাঁদের নিকটজনদের দাবি। মালালার পুরস্কার পাওয়ার ২২ বছর আগে নোবেল পান মিয়ানমারের অং সান সু চি। তাঁর এই পুরস্কার পাওয়ার পটভূমি তৈরি করেছিল গণতন্ত্রের জন্য তাঁর অতীত সংগ্রাম এবং দীর্ঘ গৃহবন্দিত্ব। দুর্ভাগ্যের দিক, এ লেখা তৈরির সময়ও ৭৭ বছর বয়সী এই নারী গৃহবন্দী। মাঝখানে কিছুদিন নির্বাচনে জিতে সরকার চালালেও তাঁর আপাতত মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যে কয়েক দফায় প্রায় ১৭ বছরে জেল জীবন কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। সু চির জীবন মিয়ানমারের পাশের দেশ চীনের লিউ শিয়াবোর পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয় এখন। ২০১০ সালে শান্তিতে নোবেল পাওয়া এই লেখক জেল খাটতে খাটতেই মারা গেলেন ২০১৭ সালের জুলাইয়ে। মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরই এক মাস আগে তাঁকে ছাড়া হয়। তার আগে বিভিন্ন সময় অন্তত পাঁচ দফা বন্দী ছিলেন তিনি। মুহাম্মদ ইউনূস, মালালা ইউসুফজাই, অং সান সু চির আগে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিতে নোবেল পুরস্কার আসা শুরু মাদার তেরেসার মাধ্যমে।জন্মগতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ না হলেও এ অঞ্চলে কাজের জন্যই নোবেল পান মাদার তেরেসা।

যে লাভের জন্য ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে চায় চীন

এক বছরের বেশি সময় সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর ২৬ এপ্রিল চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। তাঁদের এই কথোপকথন সম্পর্কে চীন বলেছে, 'দুই পক্ষ চীন-ইউক্রেন সম্পর্ক এবং ইউক্রেন সংকট নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করেছে।' কিন্তু বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে এ বিষয়টিকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বেইজিংয়ের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এরই মধ্যে জেলেনস্কি তাঁর টুইটারে টুইট করে বলেছেন, সি চিনের সঙ্গে দীর্ঘ ও অর্থপূর্ণ ফোনালাপ হয়েছে।

স্টেফান উলফ
প্রাবন্ধিক

পরে জেলেনস্কি তাঁর টেলিগ্রাম চ্যানেলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, তাঁদের ফোনালাপে নির্দিষ্ট মনোযোগ পায় 'ইউক্রেনে একটি একটি ন্যায্য এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে বের করতে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়টি'।

সি চিনের এই ফোনকল থেকে সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে, তা হলো ইউরেশিয়া অঞ্চলের ঘটনাবলিতে চীন বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হতে চায় এবং 'ইউক্রেন সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সব পক্ষের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা' করতে আগ্রহী।

মন্দের ভালো বিষয় হলো, মধ্যস্থতার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে চীন। এ কাজের জন্য বেইজিং যে সময়টা বেছে নিয়েছে, সেটাও সঠিক সময়। এটা এই কারণে যে পশ্চিমা জোটের মধ্যেই উত্তেজনা বাড়ছে এবং ইউক্রেনীয়দের পাল্টা আক্রমণ অভিযানে সফলতা আসবে কি না, তা নিয়ে তাদের মধ্যেই সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

চীনের এই শান্তি স্থাপন পদক্ষেপকে আরও একভাবে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বদলাতে উৎসাহী বেইজিং। বেইজিং দেখাতে চায় এ কাজে তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। কিন্তু চীনের সামনের ঝুঁকিটা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। একটা বিষয় হলো, ইউক্রেন যুদ্ধ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর কাছে গভীর এক নিরাপত্তার প্রশ্ন।

ইউরোপের নেতারা বারবার করে বেইজিংকে দাবি জানিয়ে আসছেন, মস্কোর ওপর তাদের যে প্রভাব, সেটা খাটিয়ে যেন তারা 'ক্রেমলিনের বোধোদয় ঘটায়'। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ তাঁর সাম্প্রতিক চীন সফরে সেই কথায় বলে এসেছেন।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল, ইইউর পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেলসহ ইউরোপীয় নেতারাও দ্বিধাহীনভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে ইউক্রেন যুদ্ধে চীনের অবস্থান কী হচ্ছে, সেটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীন পরস্পরের জন্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্থিতিশীল ও গঠনমূলক সম্পর্ক দুই পক্ষের স্বার্থের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

চীন-ইইউ সম্পর্ক অবশ্যই চীন ও পশ্চিমের বৃহত্তর সম্পর্কের অংশ। সেই সম্পর্কের বরফ গলারও কিছু লক্ষণ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন স্বীকার করেছেন যে 'পরাশক্তির মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব, তা নিরসন করা কঠিন।' কিন্তু তিনি এও উল্লেখ করেন যে 'চীন যদি আগ্রহী হয় তাহলে ওয়াশিংটনও এ ক্ষেত্রে তার অংশের ভূমিকা পালন করবে।'

সি-জেলেনস্কি ফোনালাপ ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে সতর্ক ও ভঙ্গুর পদক্ষেপ। এই যুদ্ধ অবসানে আরও কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা পথ তৈরি করছে। প্রাথমিকভাবে উত্তেজনা প্রশমন এবং এরপর ধীর ধীরে একটা বন্দোবস্তের পথ খুলে যেতে পারে।

এই উদ্যোগ চীন ও পশ্চিমের মধ্যকার সব বিরোধপূর্ণ বিষয় সমাধান করবে না। কিন্তু তালিকার সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের সুযোগ তৈরি করেছে। একই সঙ্গে পশ্চিমের সঙ্গে পরাশক্তির প্রতিযোগিতায় রাশিয়াকে দরকার চীনের। পুতিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবেন না সি চিন পিং। কিন্তু চীনের এমন এক রাশিয়া প্রয়োজন, যে দেশটি এতটা বেসামাল নয়। এর অর্থ হচ্ছে, চীনের জন্য ইউক্রেন যুদ্ধ অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

ইউক্রেন সংঘাতে রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে এনে সি চিন পিং দৃঢ়ভাবে ইউরোপের টেকসই নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অপরিহার্য জামিনদার হয়ে উঠতে পারেন।

বেইজিং তাদের দিক থেকে হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে ভালো করেই জানে, ইউরোপকে তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য চীনের সহযোগিতা জরুরি। এর মানে এই নয় যে আন্তআটলান্টিক নিরাপত্তা সম্পর্ক, যেটা ন্যাটোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তার গুরুত্ব খর্ব হবে। কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবস্থার গতিপথে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং এতে চীনের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমের জন্য যে ঝুঁকি

সন্দেহ থাকার পরও ব্রাসেলস ও ওয়াশিংটন যদি চীনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং কিয়েভ ও মস্কো তাতে আকৃষ্ট হয় হয়, তাহলে ইউরেশিয়া অঞ্চলে নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেইজিংয়ের সামনে বড় সুযোগ তৈরি হবে। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়াকে সামরিক দিক থেকে নিরস্ত্র করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে রাশিয়াকে একঘরে করতে সক্ষম এবং সেটা করতে তারা ইচ্ছুকও, তারপরও পুতিনকে রাজনৈতিকভাবে বোঝাতে সি চিন পিং মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

অন্য কথায়, বেইজিং তাদের দিক থেকে হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে ভালো করেই জানে, ইউরোপকে তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য চীনের সহযোগিতা জরুরি। এর মানে এই নয় যে আন্তআটলান্টিক নিরাপত্তা সম্পর্ক, যেটা ন্যাটোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তার গুরুত্ব খর্ব হবে। কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবস্থার গতিপথে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং এতে চীনের ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধে একটি মীমাংসিত পরিসমাপ্তির জন্য আরও সময় প্রয়োজন। আর সেটার জন্য বেইজিংয়ের মধ্যস্থতার চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। কিন্তু এমনকি ইউক্রেন সংঘাতেও যদি একটি স্থিতিশীল অস্ত্রবিরতির মতো ঘটনা ঘটেও তাতেও লাভবান হবে চীন। কৃষ্ণসাগরে শস্য চুক্তির মতো অন্তর্বর্তীকালীন আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সেটাকে আরও সম্ভবপর করে তুলতে পারে। বৈশ্বিক খাদ্যসংকট নিরসনে এই চুক্তির মেয়াদ নতুন করে বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীর ভূমিকা উন্নয়নশীল বিশ্বে চীনের প্রভাব ও নেতৃত্ব আরও পোক্ত করবে।

রামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত এ যুগের ব্যাসদেব

সুনীল কুমার দে

ভগবান যখন মানব শরীর ধারণ করে অবতার হয়ে এই পৃথিবীতে আসেন তখন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কিছু ভক্তদের সাথে নিয়ে আসেন লীলা বিলাস ও লীলা প্রকাশ করার জন্য।রামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত কে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমাকে চৈতন্যের দলে দেখে ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে একজন।ঠাকুর তাকে দিয়ে এ যুগের ভাগবত লিখিয়েছিলেন।এ যুগের ভাগবত বলতে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত কে বোঝায়।রামকৃষ্ণ লীলা মূলত তিনটি প্রধান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যথা,,শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত,শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি।এই সব শাস্ত্র গুলো যারা লিখেছেন তারা সবাই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন যারা রামকৃষ্ণ লীলার সাক্ষী স্বরূপ।শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত লিখেছেন শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে শ্রীম।শ্রীশ্রী লীলা প্রসঙ্গ লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ ওরফে শরত মহারাজ। রামকৃষ্ণ পুঁথি লিখেছেন শ্রী অক্ষয় কুমার সেন,স্বামীজী যাকে শাকচুন্নি বলে ডাকতেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ধর্ম সাহিত্যে এক অমর কীর্তি।কথামৃত সাহিত্য হিসাবে যেমন বৈশিষ্ঠ পূর্ণ তেমনি ভাষার দিক দিয়ে স্বচ্ছ ও সরল।কথামৃতের আদিও নেই আবার অন্ত ও নেই।যেখান থেকে খুশি আরম্ভ করা যায় আবার যেখান থেকে খুশি শেষ করা যায়।কথামৃত একদিকে যেমন গম্ভীর জ্ঞান রাশিতে পরিপূর্ন তেমনি অপর দিকে অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন।কথামৃতের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই ঠাকুর কিভাবে নীতি ও অনুষ্ঠানের, বেদ,পুরান ওতন্ত্রের,কর্মযোগ,ভক্তিযোগ,ও রাজযোগের এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের সামঞ্জস্য করতেন।কথামৃতে ঠাকুরের অলৌকিক প্রতক্ষ্য গুলো অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ব্যতিত অন্য কোনো প্রসঙ্গ স্থান পায়নি বললেই হয়।কথা মৃত কেবল বঙ্গ দেশের চিন্তার ভান্ডার কেই চির সম্বৃদ্ধি শালী করেনি বরং সমগ্র জগৎ কে তার অংশীদার করেছে। যোগী, ভোগী, সংসারী, মুমুক্ষু, সাধক,সিদ্ধ,জ্ঞানী,বিজ্ঞানী সকলের অবস্থা তাতে বর্ণিত হওয়ায় প্রত্যকেই এতে আপন অন্তরের প্রতিচ্ছবি ও প্রশ্নের সমাধান দেখতে পায়।মহেন্দ্র গুপ্ত সারা মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ভগবান কে প্রশ্ন করেছেন, সংসারে কেমন ভাবে থাকতে হয়,কি করলে শান্তি পাওয়া যায়, ভগবান কি,ভগবান কে ডাকবো কেন,ভগবানকে কেমন ভাবে লাভ করবো,মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন করেছেন আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ ও সরল ভাবে উত্তর দিয়েছেন ও বুঝিয়ে দিয়েছেন গল্পের ছলে।কথামৃত পড়লে ভগবত গীতার কথা মনে পড়ে যেখানে ভক্ত অর্জুন প্রশ্ন করছেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দিচ্ছেন।আজ পর্যন্ত কোনো অবতার পুরুষের জীবন দর্শন ও দিব্য লীলা,তিথি,নক্ষত্র,বার,সময়,পরিবেশ নিয়ে এমন ভাবে লেখা হয়নি যেখানে কল্পনা বিন্দু মাত্র নেই।তাই রামকৃষ্ণ কথামৃত এক অদ্ভুত,অনন্য, অতুলনীয় ও অসাধারন ধর্ম গ্রন্থ যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ কে ভক্তি লাভের,জ্ঞান লাভের,ভগবান লাভের,শান্তি ও আনন্দ লাভের প্রেরণা যোগাবে।কথামৃত পড়েই অধিকাংশ লোক রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু হয়েছে।এ রকমটি আর কোনো যুগেই হয়নি।

এই অমূল্য ধর্ম গ্রন্থটি যিনি লিখেছেন তার নাম শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত।কথামৃতে তিঁনিই শ্রীম,মনি,মাস্টার মশায়,মনমোহন বা একজন ভক্ত নামে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন।ভক্ত সমাজে তিনি আবার গুপ্তযোগী ও ছেলেধরা মাস্টার নামেও পরিচিত।সেই গুপ্ত যোগী ও অসাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারী মহাপুরুষ টির জন্ম হয়েছিলো ১৪ই জুলাই ১৮৫৪ ক্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১২৬১ সালের ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার শ্রীনাগ পঞ্চমীর পুন্যদিনে কলকাতার শিমুলিয়া পল্লিস্থ শিব নারায়ণ দাস লেনে যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্র নাথ দত্তের জন্ম হয়েছিলো।পিতা শ্রী মধুসূদন গুপ্ত ও মাতা স্বর্ণময়ী দেবী খুবই ধার্মিক,সরল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।মধুসূদন গুপ্তের চার পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তৃতীয় পুত্র।শিব আরাধনার ফলে এই পুত্রের জন্ম হয়।আসলে ভগবানের সাথে যারা আসেন তারা তো আর সাধারণ মানুষ নন,তাঁদের সবারই দেব অংশে জন্ম হয়।ছোট বেলা থেকেই ধর্মে অটুট বিশ্বাস ও আস্থা,ভগবানের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি উপচে পড়তো।তিনি প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্র ছিলেন।তাই অনেক গুলো বড় বড় ডিগ্রী ও ধারণ করেছিলেন।ছাত্রজীবন থেকেই ভগবান কে জানার ও ভগবান কে লাভ করার প্রচণ্ড ব্যাকুলতা ছিলো মনে।প্রথম জীবনে তিনি ব্রহ্ম সমাজে যাতায়াত ও করতেন।তিনি রামায়ণ,মহাভারত থেকে শুরু করে বেদ,উপনিষদ, গীতা,ভাগবত, পুরান,কোরান, বাইবেল,ত্রিপিটক প্রভৃতি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ও প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।১৮৭৩ ক্রিস্টাব্দে মাত্র আঠারো,উনিশ বছর বয়সে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের ভগ্নী সম্পর্কিয় শ্রীযুক্ত ঠাকুর চরণ সেনের কন্যা শ্রীমতি নিকুঞ্জ দেবীর পানি গ্রহন করেন কিন্তু সংসার জীবন তার সুখের হয়নি।তিনি যশোহর জেলার নড়াইল উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রথম প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।মহেন্দ্র গুপ্তের প্রিয় ছাত্র যারা ছিলেন পরবর্তী কালে তারা সবাই ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য হিসাবে পরিগণিত হয় যথা, রাখাল ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ,বাবুরাম ওরফে স্বামী প্রেমানন্দ,সুবোধ ওরফে স্বামী সুবোধানন্দ,পূর্ণ ঘোষ,বিনোদ, বঙ্কিম, তেজচন্দ্র,পল্টু, খিরোধ,নারায়ণ প্রমুখ।তিনি পরবর্তী কালে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ও শ্যাম বাজার মেট্রোপোলিয়ান শাখা বিদ্যালয়ে ও প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে শিক্ষকতা করেছেন।কিন্তু পারিবারিক অশান্তি ও আত্মীয় স্বজনদের অত্যাচার তার জীবন কে ভারাক্রান্ত করে তুলে।তাই তিনি সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন আত্ম হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।কখন কখন জ্ঞানী ব্যক্তি ও অধৈর্য্য হয়ে পড়েন ও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন।কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা ছিলো অন্য রকম।ঠাকুরের কাজ করার জন্য তার পৃথিবীতে আসা তাই সময় মতো ঠাকুর মহেন্দ্র গুপ্ত কে দক্ষিনেশ্বরে টেনে নিয়ে এলেন।১৮৮২সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রবিবার দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে মহেন্দ্র গুপ্তের প্রথম সাক্ষ্যাত হয়।তিনি কথামৃতে তা বর্ণনা করে বলেছেন,,এত সুন্দর পরিবেশ,এত সুন্দর মানুষ,এত সুন্দর কথা প্রাণ জুড়িয়ে যায়।এখানে যেন সব তীর্থের সমাগম হয়েছে,যেন স্বয়ং শুকদেব ভগবত কথা বলছেন।ঠাকুর কে দেখার পর ও ঠাকুরের সাথে পরিচয় হওয়ার পর আত্ম হত্যার কথা ভুলেই গেলেন মহেন্দ্র গুপ্ত।আত্ম হত্যার পরিবর্তে আত্ম দর্শন হলো,নুতন করে বাঁচার পথ খুঁজে পেলেন।তার ধারণা ছিলো বই পড়লেই বুঝি জ্ঞান হয় ও ডিগ্রী ধারণ করলেই বুঝি জ্ঞানী হয় কিন্তু মহেন্দ্র গুপ্তের সেই ধারণা পাল্টে গেলো যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনলেন,,ঈশ্বর কে জানার নাম জ্ঞান ও ঈশ্বর কে না জানার নাম অজ্ঞান।এই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।ঠাকুরের স্নেহ,ভালোবাসা ও অমৃত ময় কথা পেয়ে বার বার ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে মহেন্দ্র গুপ্ত।তার জ্ঞান,তার পান্ডিত্য,অহংকার,অভিমান সব কিছু ধুলোয় মিশে গেলো।মৌমাছির মতো কথামৃত রুপী মধু পান করে জীবনের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেলো।এত সুন্দর কথা,এ গুলো কে লিখে রাখা দরকার।লিখতে শুরু করলেন ডাইরি।ঠাকুরের অমৃতময় কথা গুলোকে তিনি নিজের জন্য ডায়রিতে লিখতে শুরু করলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তা হয়ে গেলো সবার অমূল্য সম্পদ।মহেন্দ্র গুপ্ত ১৮৮২থেকে১৮৮৬সাল পর্যন্ত মাত্র ২৪০দিন তিনি ঠাকুরের কাছে গেছিলেন অর্থাৎ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত হলো ২৪০দিনের ডাইরি।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ত্রিগুনাতিত মহারাজের সম্পাদনায় মহেন্দ্র গুপ্তের ডাইরি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত রূপে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রথম খন্ড ১৯০২ সালে।তারপর দ্বিতীয় খন্ড ১৯০৫ সালে,তৃতীয় খন্ড ১৯১২ সালে,চতুর্থ খন্ড ১৯১৬ সালে ও পঞ্চম খন্ড ১৯৩২ সালে।এটাই মহেন্দ্র গুপ্তের শেষ প্রকাশন।কথামৃতের মহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত গোপী গীতা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তা হলো, তব কথামৃতম, তপ্ত জীবনম, কবিভিরীতম কল্মশাপহম। শ্রবন মঙ্গলম, শ্রীমদাততম, ভুবি গৃহন্তি যে ভুরিদা জনা।।

সেই গুপ্ত যোগী,এ যুগের ব্যাসদেব,রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলির প্রণম্য ও পূজনীয় মাস্টার মশায় শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত ১৯৩২ সালের ৪ই জুন,মা,গুরুদেব আমাকে কোলে তুলে নাও বলে রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করলেন আর আমাদের সবার জন্য রেখে গেলেন অমূল্য সম্পদ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত।

সাময়িকী

নারী ইউএনওর 'গার্ড অব অনার' দিতে বাধা কোথায়

টাঙ্গাইলের বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ খান ওরফে নয়া মুন্সিকে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা আলম গার্ড অব অনার দিতে গেলে আপত্তি জানিয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী জনগণের সামনে যা বলেছেন, তা অনভিপ্রেত। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার উদ্দেশে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা কি বলতে পারেন?

শাহানা হুদা
কলামিস্ট

বীর মুক্তিযোদ্ধার কফিনে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনে (গার্ড অব অনার) ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নারী ইউএনও আসায় বাধা দিয়েছেন কাদের সিদ্দিকী। কিন্তু কেন তিনি বাধা দেবেন? সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইউএনও নারী না পুরুষ, এটা কোনো বিচার্য বিষয় হতে পারে না। কাদের সিদ্দিকী শুধু একজন নারী কর্মকর্তাকেই নয়, বরং অপমান করেছেন সমগ্র নারীসমাজকে।

জানাজার আগে ইউএনও ফারজানা আলমের উদ্দেশে কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, 'নারীদের জানাজায় শামিল হওয়া ও গার্ড অব অনার দেওয়ার সুযোগ নেই। তিনি এখানে এসে মুক্তিযোদ্ধার লাশের সঙ্গে বেয়াদবি করেছেন। যদি এখন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, তাহলে এখানকার অনেক কর্মকর্তাকে ঢাকায় পাঠাতাম।' ওই ইউএনওকে এক দিনের মধ্যে সখীপুর থেকে সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

নারী নেতৃত্বাধীন একটি স্বাধীন দেশে এ রকম বক্তব্য শুনে বিস্মিত হতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্ন আসছে, সেটা হলো, 'গার্ড অব অনার' কি জানাজা? একদম তা নয়। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা মারা যাওয়ার পর তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানায় প্রশাসন। গার্ড অব অনার দিতে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জেলা প্রশাসক বা ইউএনও। রাষ্ট্রীয় সম্মানের অংশ হিসেবে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে মরদেহে ফুলেল শ্রদ্ধাও জানান সংশ্লিষ্ট ওই সরকারি কর্মকর্তা। এখানে জানাজার প্রশ্নটা এল কোথা থেকে? কেন এ রকম একটি বিষয়ে বক্তব্য দিলেন কাদের সিদ্দিকী? কেন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নারীর উপস্থিতি ও পদমর্যাদা নিয়ে এ আপত্তি তোলা হচ্ছে?

এ দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে গেলে প্রথমেই একজন নারীকে প্রমাণ করতে হয়, তিনি এ পদের যোগ্য কি না। ধীরে ধীরে অবশ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। জেলা শহরে ও গ্রামপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এমনিতেই নারী কর্মকর্তাকে নানা দিক বুঝে চলতে হয় ও পুরুষের চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, সেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে এ ধরনের অসম্মানসূচক আচরণ ও মন্তব্য কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়।

'কোনো মহিলার গার্ড অব অনার দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আর মেয়ে মানুষ যত বড়ই হোক, পুরুষের সঙ্গে জানাজায় শামিল হওয়ার তার কোনো সুযোগ নাই। মৃতদেহের সঙ্গে বেয়াদবি একজন মুসলমান হিসেবে আমি মেনে নিতে পারি না।' । এর মানে, নারী ইউএনওর এই রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানোকে কাদের সিদ্দিকী সাহেব মনে করছেন মৃতদেহের সঙ্গে বেয়াদবি!

এ বিষয়ে ফারজানা আলম বলেছেন, 'আমি জানাজা পড়তে যাইনি। গিয়েছিলাম বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী হাজার লোকের সামনে আমাকে অপমান করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।' ঠিক এ কথাই আমরা বলতে চাইছি। এর আগেও ২০২১ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর পর তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানের অংশ হিসেবে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া প্রসঙ্গে সরকারের নারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিয়ে আপত্তি তুলেছে স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এ ব্যাপারে বিকল্প খুঁজতেও বলা হয়েছে ওই সুপারিশে।কেন এ রকম এটি নিয়ম চালুর কথা উঠেছে, এ প্রশ্নের উত্তরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও বৈঠকের সভাপতি শাহজাহান খান তখন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, 'এই প্রশ্ন আসছে ধর্মীয় অনুভূতি থেকে। কোনো কোনো জায়গা থেকে বলা হয়েছে, জানাজায় নারীরা অংশ নিতে পারেন না। গার্ড অব অনার সাধারণত জানাজার সময় দেওয়া হয় বলে এ সুপারিশ আসছে। যদি গার্ড অব অনার জানাজার আগে দেয় বা পরে দেয়, তখন জানাজা থাকে না। সেটা একটা জিনিস। আমরা দেখেছি, সব জায়গায় জানাজার সময় গার্ড অব অনার দেয়। ওই জায়গায় ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়টি বিবেচনা করে এটা সুপারিশ করা হয়েছে।'

জানা অজানা

কর্তব্য ও দায়িত্ব

সুনীল কুমার দে

যে কোনো মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ দুটো জিনিষ হলো চরিত্রের অলংকার।কর্তব্য ও দায়িত্বহীন মানুষ পশুর সমান।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, মান ও সন্মান সম্মন্ধে যার আছে হুঁশ সেই হলো মানুষ।আর এই মান ও হুঁশ টা আসে কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ থেকে।আমরা সব জায়গায় অধিকারের কথা শুনি বা বলি তা ঘর পরিবারে হউক,কোনো সমিতি অথবা সংস্থায় হউক কিংবা অফিস বা দেশকে কেন্দ্র করে হউক।আমাদের দাবি মানতে হবে,আমাদের এই অধিকার পূরণ করতে হবে চারিদিকে এই চিৎকার শুনি কিন্তু অধিকারের সাথে সাথে কর্তব্য ও পালন করতে হয় সেদিকে ধ্যান দি না।স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য,মা বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্য,সন্তানের প্রতি মা বাবার কর্তব্য,দেশের প্রতি রাজার কর্তব্য,প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য,দেশের প্রতি প্রজার কর্তব্য,শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্তব্য,ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য প্রভৃতি সব কিছু আলাদা আলাদা আছে।সবাই যদি নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে তাহলে ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ সুন্দর হয় ও ভালো হয়।

কর্তব্যের সাথে সাথে দায়িত্ব বোধ ও প্রতিটি মানুষের থাকা দরকার।যে ব্যক্তি যে কাজের ভার ও দায়িত্ব নেবে তা যেন নিষ্ঠা সহকারে ও সততার সাথে পালন করে।দায়িত্ব হীন ব্যক্তি জীবনে উন্নতি করতে পারে না বা সম্মান ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না।তাই শুরুতেই বলেছি কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধ হলো মানুষের চরিত্রের অলংকার যা মানুষ কে বড় করে,মহান করে ও সুখী করে।

পাঠকের চিঠি

লাগামছাড়া জিনিসের দামে নাজেহাল আমজনতা

একদিনে করোনা আবহ অন্যদিকে জিনিসপত্রের দামে আম বাঙালির যেন প্রায় নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে উঠেছিল। কবে এই মহামারীর অবসান হবে তার সদুত্তর হয়তো আজও বিজ্ঞানীরাও দিতে পারছেন না। এরই মধ্যে আমাদের সকলকেই এগিয়ে চলতে হবে আগামীদিনে। অনেক মানুষ এই করোনা আবহে কাজ হারিয়েছেন। সামান্যতম পুঁজিতে সংসার চালাতে হচ্ছে অসংখ্য মানুষকে।এরই মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি যেন সাধারণ থেকে মধ্যবিত্ত সকলেরই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া । ফল,সব্জি ,মাংস,মাছ সবেতেই বাজার আগুন। সর্বত্রই ঝাঁঝাঁলো জিনিসের দাম। তাই বাজারে গিয়ে কিছুটা বাঁচিয়েই খরচ করতে হচ্ছে। বাজারের থলির দিকে তাকালে যেন অনেকেরই মন ভরছে না কিন্তু অন্যদিকে পকেটে পড়ছে টান। অনেকের আবার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খরচের তালিকাটিও তৈরি করতে হয়। তাই বেছে বেছে বাজার করাটাও অনেকের বেশ অসুবিধের সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু দোকানিরা আবার এই সময় কোনো কোনো জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেন। সেক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের ভোগান্তির শেষ থাকেনা। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের দিকটি মাথায় রেখে জিনিসের দাম সঠিকভাবে নির্ধারণ করলে যেন সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyakhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

গ্যাস ছড়িয়ে পাঞ্জাবে ১১ জনের মৃত্যু

লুধিয়ানা ঃ ভারতের পাঞ্জাবে একটি কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া গ্যাসে শিশুসহ ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন আশেপাশের বাসিন্দারা। রোববার পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় একটি কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত গ্যাসে দুই শিশুসহ ১১ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী এনডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। লুধিয়ানা পুলিশের উপকমিশনার সুরভি মালিক বলেন, ''এই মুহূর্তে আমি ঘটনাস্থলে রয়েছি। আমাদের দুর্যোগ মোকাবিলা দল, চিকিৎসক সবাই এখানে রয়েছেন।'' কেন বা কিভাবে গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে সেই বিষয়ে তারা তদন্ত করছেন বলেও জানান সুরভি মালিক। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার কথা জানিয়ে টুইট করেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। বার্তা সংস্থা এএনআই এর একটি ভিডিওতে দেখা গেছে মাস্ক পরা পুলিশ সদস্য ও উদ্ধারকর্মীরা আক্রান্ত এলাকা ঘিরে রেখেছেন। ভারতের গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার সকাল সোয়া সাতটার দিকে গ্যাস লিকের ঘটনা প্রথম টের পান বাসিন্দারা। কারখানার ৩০০ মিটারের মধ্যে বসবাসরতরা শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে লুধিয়ানা পুলিশ কমিশনার মনদীপ সিং সিধু জানিয়েছেন, তারা ড্রোন ব্যবহার করে আক্রান্তের সন্ধান করেছেন। তবে বাড়ির ছাদে, চত্বরে অচেতন কারো সন্ধান এখনও পাননি। পাকিস্তান সীমান্তবর্তী রাজ্য পাঞ্জাব ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। তিন কোটি ১০ মানুষের বসবাস এই রাজ্যে, যাদের বেশিরভাগ শিখ জনগোষ্ঠী।

চীনের প্রভাবপ্রতিপত্তি কাজে লাগাতে চায় ইউক্রেন

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর চীন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেংটের প্রথম টেলিফোন সংলাপকে ঘিরে প্রত্যাশা বাড়ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি চীনের প্রভাব কাজে লাগিয়ে সংকট মেটানোর আশা করছেন। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেনের উপর হামলা শুরু করার পর থেকে চীন একবারও সরাসরি নিন্দা তো করেইনি, বরং নানাভাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনকে সমর্থন জুগিয়ে এসেছে। উলটে পশ্চিমা বিশ্বকে বর্তমান সংকটের জন্য দাবি করে আসছে বেইজিং। ইউক্রেন সংকট মেটাতে নিজেকে 'নিরপেক্ষ' মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও তুলে ধরছে চীন। সে দেশ ১২ দফা প্রস্তাবও পেশ করেছে। অথচ ইউক্রেন বার বার রাশিয়ার উপর চীনের প্রভাব কাজে লাগিয়ে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে বুধবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। যুদ্ধ শুরু হবার পর চীন ও ইউক্রেনের শীর্ষ নেতার আলোচনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় নি। জেলেনস্কি আশা প্রকাশ করে বলেন, তিনি চীনের প্রভাব কাজে লাগিয়ে সংকট মেটানোর চেষ্টা করবেন। বুধবার রাতে তাঁর দৈনিক ভিডিও বার্তায় জেলেনস্কি বলেন, চীনের রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে আবার সব নীতির শক্তি পুনর্বহাল করার সুযোগ এসেছে, যেগুলির ভিত্তিতে শান্তি আসা উচিত। তিনি বলেন, বিশ্বের সংখ্যালঘু অংশের মতো ইউক্রেন ও চীনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার শক্তিতে আগ্রহী। শি জিনপিংএর সঙ্গে দীর্ঘ ও 'যুক্তিপূর্ণ' আলোচনা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে বলে জেলেনস্কি আশা প্রকাশ করেন। শি জিনপিং ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষেও সমর্থন জানিয়েছেন বলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দাবি করেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার সময় শি জিনপিং ইউক্রেন ও অন্যান্য দেশের জন্য বিশেষ দূত পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে সব পক্ষের সঙ্গে সংকটের রাজনৈতিক সমাধানসূত্র সম্পর্কে মতামত বিনিময়ের উপর জোর দিয়েছেন। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী চীনা প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনে পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সব পক্ষকে শান্ত থাকার ডাক দিয়েছেন। শি জিনপিং চীন ও ইউক্রেনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রে চীনের সাম্প্রতিক সাফল্য মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক করতে বেইজিংএর উদ্যোগের জের ধরে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সমীকরণের পরিণতি নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে চীন অবদান রাখতে পারলে সেই তুলনায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির মতো ইউক্রেনের সহযোগী দেশ শি জিনপিং ও জেলেনস্কির আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছে। জার্মান সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আগ্রাসী হামলা বন্ধ করার ক্ষেত্রে চীনের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে রাশিয়া এই হামলা চালিয়েছে বলে তিনি মনে করিয়ে দেন।

এপ্রিলশেষেও তুষারপাত কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ডে

মানালি ঃ ভারতে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা চলছে। এপ্রিলের শেষেও প্রবলভাবে বরফ পড়ছে কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ডে।

এতদিন গরমে পুড়ে যাচ্ছিল কলকাতা। এখন পুড়ছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু রাজ্য। আর কাশ্মীর, লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলে সমানে বরফ পড়ছে। এই এপ্রিলের শেষেও।

উত্তরাখণ্ডে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খুলে গেছে। কিন্তু যাত্রীদের সেখানে যেতে দেয়া হচ্ছে না। কারণ, সেখানে এখন বরফ পড়ছে। শুধু কেদারনাথেই নয়, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, বদ্রীনাথেও বরফ পড়ছে। কাশ্মীরের উঁচু এলাকায় নতুন করে বরফ পড়েছে। রাজৌরি ও পুঞ্চের মধ্যে যোগাযোগকারী রাস্তা বরফে ঢেকে গেছে। এই রাস্তা থেকে বরফ সরাবার কাজ চলছে। লাহুলস্পিতিতে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে চলে গেছে। মানালিতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে তাপমাত্রা এখন দুই ডিগ্রিতে নেমেছে। রোটাং পাসের কাছে অটল টানেলে বরফ

পড়ছে। এই টানেল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সাধারণত ডিসেম্বরে যেরকম ঠান্ডা থাকে এখন সেরকম পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। কেলংয়ের তাপমাত্রা ছিল শূন্যের থেকে এক ডিগ্রি কম।

বরফ পড়ার ফলে কাশ্মীর, হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডের সব জায়গাতেই ভালো ঠান্ডা পড়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই খারাপ আবহাওয়া যতদিন থাকবে, ততদিন যেন উঁচু এলাকায় কেউ না যান। অসময়ে বরফ পড়ায় হিমাচলের আপেল চাষীরা রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সিমলায় সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজ্যের দশটি জেলায় প্রবল বৃষ্টি হতে পারে বা বরফ পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞরা অনেকদিন ধরেই বলছেন, পরিবেশ দূষণের জন্য আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। এখনই রাশ না টানলে অদূর ভবিষ্যতেই পরিস্থিতি খুবই খারাপ জায়গায় চলে যাবে।

আইন ও আয়নায় শিশু অধিকার

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আইনে শিশুদের অধিকার অনেক। তাদের অধিকার লঙ্ঘন হলে শাস্তির কথাও বলা আছে আইনে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এখনো প্রতিকূল। এখনো শিশুদের অধিকারই সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন হয়, শিশুরাই সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়।

গত ২১ এপ্রিল মিরপুর এলাকার আট বছরের একটি শিশু ৯৯৯এ ফোন করে তার বাবামায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তার অভিযোগ হলো বাবামা সারাক্ষণ ঝগড়া করে। মা তাকে মারধর করে। মিরপুর থানা পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর ওই দিনই শিশু ও তার মাকে থানায় নিয়ে আসে। মিরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ মোহসীন জানান, ''থানায় ডেকে কথা বলার পর আমরা এখন কাউন্সেলিংএর ব্যবস্থা করেছি। শিশুটি এখন বাবামায়ের সঙ্গেই আছে। আমরা নিয়মিত কাউন্সেলিং ছাড়াও খোঁজখবর রাখছি। মায়ের কিছুটা মানসিক সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে নতুন করে কোনো অভিযোগ সে করেনি।''

শিশুটিকে তার বাবা ও স্কুলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কোনো বিপদে পড়লে যেন ৯৯৯এ ফোন করে। শিশুটি এভাবেই ৯৯৯এর কথা জেনেছিল বলে জানান মোহাম্মদ মোহসিন।

জাতীয় জরুরি সেবার (৯৯৯) পুলিশ ইন্সপেক্টর (মিডিয়া) আনোয়ার সাত্তার বলেন, ''আমরা শিশুদের (১৮ বছর পর্যন্ত বয়স যাদের) নানা অভিযোগ নিয়ে কল পাই। এই অভিযোগের বড় একটি অংশ হলো পরিবারে তারা মারধর বা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কিছু সমস্যা আমরা ফোনেই সমাধান করে ফেলি। আর যেগুলো জটিল, সেগুলো আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে দায়িত্ব দিই। তবে অভিযোগের একটি অংশের সত্যতা পাওয়া যায় না। বাবামায়ের প্রতি কোনো কোনো ক্ষোভের কারণে কেউ কেউ অভিযোগ করে। আর পরীক্ষার সময় আমরা প্রচুর কল পাই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে।''

তিনি জানান, ''আজও (বৃহস্পতিবার) আমরা একটি মেয়ের অভিযোগ পেয়েছি। মেয়েটি বলছে, তার মা তাকে মারধর করে। মা বলছেন, মেয়েটি অবাধ্য এবং প্রেম করে। আমরা বিষয়টি দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে যুক্ত করেছি।''

অভিযোগ গ্রহণের পর নিয়মিত ফলোআপ করা হয় বলেও কথা জানান তিনি।

তিনি জানান, ২০২২ সালে তারা ৮৪ লাখ ৩৯ হাজার ২৩৪টি কল পেয়েছেন। এর মধ্যে শিশুরা কল করেছে দুই লাখ ৫৮ হাজার ৩৯টি।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে একটি শিশু সহায়তা সেল আছে, যার নাম্বার ১০৯৮। টোলফ্রি এই নাম্বারে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা ফোন করে তাদের সমস্যা বা অভিযোগ জানাতে পারে। তারা আইনিসহ সব ধরনের সহায়তা করে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, তারা ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত সাত লাখ ৮৩ হাজার ৮৪৫টি কল গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ৯ হাজার ৮৭২ টি শিশু নির্যাতনের ঘটনার প্রতিকার, আট হাজার ৩৪৭ টি পরিবারিক সমস্যা সমাধান, ১১ হাজার ২১৩ জন গৃহহীন ও সহায়সম্বলহীন হারিয়ে যাওয়া শিশুর নিরাপদ আবাস বা পরিবারে স্থানান্তর, ২০ হাজার ১৩৮ জন শিশুকে আইনি সহায়তা, ৫৩ হাজার ৪৫৩ জন শিশুকে স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান, ১৯ হাজার ২১৭ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে, স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা, ৬৬৮ জনকে মাদক ও অন্যান্য নেশার ব্যবহার ও ক্ষতি সম্পর্কে পরামর্শ ও নিরাময় সেন্টারে রেফার এবং দুই হাজার ৯৯৭ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করেছেন।

সেলের ম্যানেজার মোহাইমেন চৌধুরী বলেন, ''শিশুদের অভিযোগগুলো ১৯৮টি ভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের কাউন্সেলিংয়ের টিম আছে। মোবাইল টিম আছে। সারা দেশে নেটওয়ার্ক আছে। আমরা প্রশাসন, পুলিশ, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি সবার সহায়তা নিই। ফোন পাওয়ার পর তার তথ্য নিয়ে তাতে সহায়তা করি। এটা ফলোআপের মধ্যে রাখা হয়। আর শুধু শিশু নয়, তার সমস্যা নিয়ে অভিভাবক, প্রতিবেশী এমনকি পথচারি পর্যন্ত সবাই আমাদের সহায়তা চাইতে পারেন। আমরা শিশু অধিকার আইন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করি।'' তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''আমরা ২৪ ঘণ্টা সহায়তা দেই। প্রতিদিন গড়ে ৯০০ থেকে ১২০০ কল পাই। তবে আমরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। তাই আমরা নানা ধরনের প্রচার চালাচ্ছি। আমাদের ফেসবুক পেজেও অভিযোগ করা যায়। কাউকে চিহ্নিত করতে আমরা প্রয়োজনে ফেসবুক কর্তৃপক্ষেরও সহায়তা নিই।''

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)এর হিসেবে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ২২৫টি শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬৮ জন। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪৩ জন। পরিবারে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ছয় জন, শিক্ষকের হাতে ৩৬ জন। ২০২২ সালে নির্যাতনের শিকার হয়েছে এক হাজার ৮৮টি শিশু, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১০১ জন, শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১০২ জন। পরিবারে ২৪ জন এবং শিক্ষকের হাতে ১০৯ জন। সংস্থাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব দিয়েছে। বাস্তবে এই সংখ্যা আরো বেশি।

চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে ১২৮টি শিশু হত্যার শিকার হয়েছে, ২০২২ সালে হত্যার শিকার হয়েছে ৫১৬টি শিশু। হত্যার ঘটনায় শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে মামলা হলেও নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হার শতকরা ৪০ ভাগের বেশি নয়। মাধ্যমিকে দুই বছরে চার লাখেরও বেশি শিশু ঝরে পড়েছে। তাদের মধ্যে মেয়ে ৬২.৬৩ শতাংশ। সারাদেশে ২৩ লাখের বেশি শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করলেও সেখান থেকে ঝরে গেছে চার লাখের বেশি। এই সময়ে প্রাথমিকে শিক্ষার্থী কমেছে ১৪ লাখ ৫০ হাজার। প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারিতে (এপিএসসি) এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার এখন ১৪.১৫ শতাংশ। তিন ভাগ শিশু স্কুলেই যায়না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালে ৫৮৬ সরকারি হাসপাতালে জীবিত জন্ম নিয়েছে চার লাখ ৪৭ হাজার ১৭১ শিশু। প্রতি হাজার জীবিত জন্মে প্রায় ২৪টি নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে, যা চার বছরে সর্বোচ্চ। ২০২১ সালের তুলনায় এই হার ৩৩ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের ২০২০ সালের তথ্যমতে, দেশে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৫।

বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী তিন লাখেরও বেশি শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় শিশুদের মধ্যে মারাত্মক অপুষ্টির কেন্দ্রস্থল ভারত এবং পাকিস্তান । ভারতে অপুষ্টির শিকার ৫৭ লাখ ৭২ হাজার ৪৭২ জন শিশু, পাকিস্তানে অপুষ্টির শিকার ছয় লাখ ৭৮ হাজার ৯২৫ জন। আর বাংলাদেশে তিন লাখ ২৭ হাজার ৮৫৯ জন শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে। বাংলাদেশে শিশু আইন ২০১৩ তে শিশুদের অধিকার এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘনে শাস্তির বিধান আছে। শিশু অধিকার কীভাবে কার্যকর করা হবে তাও বলে দেয়া আছে। এই আইনে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। আইনটি বাস্তবায়নের বড় দায়িত্ব সমাজসেবা অধিদপ্তরের। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নেই এই আইনটি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ তেমন হচ্ছেনা। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের নানা সংস্থা শিশুদের প্রতি বেআইনি আচরণ করছে। ১৮ বছরের কম বয়সি একটি শিশুকে আটক করে পুলিশ তার বয়স ২১ বছর দেখাচ্ছে। তখন সে এই আইনের প্রটেকশন পাচ্ছেনা। আদালতে তখন বয়স নির্ধারণের প্রশ্ন আসে। ততদিনে শিশুটি প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে কারাগারে থেকে হয়তো অপরাধী হয়ে ওঠে। এখানে সমাজসেবা দপ্তরের প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব আছে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব পালন করেন না।

বাংলাদেশে বাস্তবে আলাদা শিশু আদালত নেই। কোনো একটি আদালতকে বাড়তি শিশু আদালতের দায়িত্ব দেয়া হয়। ফলে শিশুদের প্রতি কী আচরণ করতে হবে তা তারা জানে না। শিশুকে হ্যান্ডকাফ পরানো হয়। তাদের প্রতি নির্মম আচরণ করা হয়, বলেন এই আইনজীবী। তার কথা, শিশুর প্রতি সহিংসতার বীজ আমাদের এই সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারে আছে। শিশুর অধিকার লঙ্ঘন করলে তেমন বিচার হয় না। তাই শিশুর অধিকারও প্রতিষ্ঠা পায় না।

আইনে অনেক কমিটি, ব্যবস্থা ও সিস্টেমের কথা বলা হলেও বাস্তবে সেগুলো নেই বলে জানান তিনি।

শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন অপরাজেয় বাংলাদেশএর প্রধান ওয়াহিদা বানু মনে করেন, শিশুদের নিয়ে আইন এবং অনেক নীতি তৈরি করা হলেও সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে অনেক ধীর গতিতে। শিশুরা ভোটার না তাই রাজনীতিবিদরা তাদের দিকে নজর দিতেন। তারা যদি ভোটার হতো তাহলে নির্বাচনের আগে হলেও তারা তাদের জন্য কিছু করতো।

তার কথা, শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে, তাদের পাচার করা হচ্ছে, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তাদের অপরাধমূলক কাজে বাধ্য করা হচ্ছে কিন্তু এর তেমন কোনো বিচার নেই। শিশুরা ঘর, স্কুলসহ সব জায়গায় সহিংসতার শিকার হচ্ছে কিন্তু প্রদিকার তেমন নেই। শিশু আইনের সুবিধা শিশুরা না পেলেও এর সুবিধা নিচ্ছে অপরাধীরা। কিশোর গ্যাং গড়ে তুলছে বয়স্ক অপরাধীরা। শিশুদের ব্যবহার করছে। কারণ, তারা জানে শিশু আইনে তারা কী সুবিধা পারে। কিন্তু নেপথ্যের অপরাধীকে ধরা হচ্ছে না। অপরাধীদের কারণে শিশুরা মাদকে জড়িয়ে পড়ছে, বলেন তিনি।

তিনি মনে করেন,শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিসহ সব অধিকার নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রকে আরো বেশি উদ্যোগী হতে হবে।

আইপিএলে আজ ১০০০তম ম্যাচ উদ্যাপন করল বিসিসিআই

মুম্বাই ঃ আইপিএলের এবারের মৌসুম শুরুর আগে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, আগামী ৬ মে চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মধ্যকার ম্যাচটি হবে আইপিএলের ইতিহাসে ১০০০তম ম্যাচ। কিন্তু তথ্যটি সংশোধন করে পরে জানানো হয়, আজ রাত ৮টায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-রাজস্থান রয়্যালসের মধ্যকার ম্যাচটি হবে আইপিএলের ইতিহাসে ১০০০তম ম্যাচ। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, মাইলফলকটি উদ্যাপনও করবে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আগে হিসাব করা হয়েছিল আইপিএলে এ পর্যন্ত যে ৭টি ম্যাচে একটি বলও হতে পারেনি, সেই ৭টি ম্যাচের হিসাব বাদ দিয়ে। নতুন হিসাবে এই ৭টি ম্যাচ ধরে জানানো হয়, আজ মুম্বাই-রাজস্থান ম্যাচটি হবে আইপিএলের ইতিহাসে হাজারতম ম্যাচ। পূর্বের হিসাব অনুযায়ী জানানো হয়েছিল, এবার আইপিএলের নতুন মৌসুম শুরুর আগে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ধনী এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ৯৫১ ম্যাচ খেলা হয়েছে। সে হিসাবে আগামী ৬ মে চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের মধ্যকার এবারের আইপিএলে ৪৯তম ম্যাচটি হতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটির ইতিহাসেই হাজারতম ম্যাচ।

পরে ভারতের সংবাদমাধ্যমেই জানানো হয়, আইপিএলে এ পর্যন্ত এমন ৭টি ম্যাচ আছে, যে ম্যাচগুলোয় একটি বলও মাঠে গড়ায়নি, 'নো রেজাল্ট' হয়েছে আর সেগুলো অফিশিয়াল ম্যাচ হিসাবে ধরা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটির পরিসংখ্যানে। আর তাতেই হিসাব পাল্টে দাঁড়ায় এবার আইপিএলে নতুন মৌসুম শুরুর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটির ইতিহাসে মোট ৯৫৮ ম্যাচ খেলা হয়েছে। সে হিসাবে আজ নতুন মৌসুমের ৪২তম ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাওয়া মুম্বাই-রাজস্থান ম্যাচটি হবে আইপিএলের ইতিহাসে হাজারতম ম্যাচ। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভিন্নভাবে হিসাব করা হয় যেসব ম্যাচে একটি বলও খেলা হয় না, সেসব ম্যাচ রেকর্ড বইয়ে যোগ হয় না।

আইপিএলে আজ তাই মাইলফলকের ম্যাচটি উদ্যাপনের প্রস্তুতিও রেখেছে বিসিসিআই। এ নিয়ে কাল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্রের উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'।

নাপোলিকে উৎসবের মঞ্চ তৈরি করে দিল ইন্টার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি!
ডিয়েগো ম্যারাডোনা নাপোলিকে সর্বশেষ যেবার লিগ জিতিয়েছিলেন, তারপর আসলেই ৩৩ বছর কেটে গেছে। আর লিগ জিততে পারেনি নাপোলি। তবে আজ বোধ হয় সেই দিন! ভিক্টর ওসিমেন-খিচা কাভারাস্কেইয়াদের কথা রাখার দিন।

নাপোলির সামনে এখন পরিষ্কার সমীকরণ। আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হওয়া ইন্টার মিলান-লাৎসিও ম্যাচের স্কোরকার্ডে তাকিয়ে ছিলেন নাপোলির সমর্থকেরা। ফলটা হয়েছে একদম প্রত্যাশামতোই। লাৎসিওকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার। আর তাতে আজই লিগ শিরোপা জয় নিশ্চিত করার সুযোগটা পেয়ে গেল নাপোলি। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় ঘরের মাঠে সালেরনিতানার বিপক্ষে নামবে লুসিয়ানো স্প্যালেত্তির দল। পয়েন্ট টেবিলে ১৪তম দলটির বিপক্ষে এ ম্যাচ জিতলেই ১৯৯০ সালের পর ইতালিয়ান সিরি আ জয় নিশ্চিত করবে নাপোলি। কীভাবে-সেই হিসাবটা আবারও মনে করিয়ে দেওয়া যাক। লাৎসিও এই ম্যাচটা জিতলে আজ আর লিগ শিরোপা জয় নিশ্চিত হতো না নাপোলির। নেপলসের অধিবাসীদের প্রত্যাশা ছিল ইন্টার যেন ম্যাচটা অন্তত ড্র করতে পারে। কিন্তু হারের চোখ রাঙানি থেকে সান সিরোর দলটি জয় তুলে নেওয়ায় হিসাব এখন পরিষ্কার-৩২ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে লাৎসিও। আর নাপোলি ৩১ ম্যাচে ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। আজ সালেরনিতানার বিপক্ষে নাপোলি জিতলে স্প্যালেত্তির দলের সংগ্রহ দাঁড়াবে ৩২ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট। তখন লাৎসিওর সঙ্গে নাপোলির পয়েন্টের ব্যবধান হবে ২০। হাতে তখন দুই দলেরই সমান ৬ ম্যাচ থাকবে। আর নিজেদের শেষ এই ৬ ম্যাচ লাৎসিও জিতলেও তখন নাপোলিকে আর শীর্ষ স্থান থেকে হটাতে পারবে না। শীর্ষে থেকেই চ্যাম্পিয়ন হবে নাপোলি, যা আজই নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরের ক্লাবটির। শুধু শর্ত একটাই, সালেরনিতানার বিপক্ষে জিততে হবে।

নাপোলিকে এই পরিষ্কার সমীকরণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এক আর্জেন্টাইন। তাঁর সঙ্গে আরেক জার্মানকেও খানিকটা সাধুবাদ দিতে হবে। সান সিরোয় ম্যাচের ৩০ মিনিটে ফেলিপে অ্যান্ডারসনের গোলে লাৎসিওই এগিয়ে গিয়েছিল। ১-০ ব্যবধানে পিছিয়েই প্রথমার্ধ শেষ করে ইন্টার। তখন নাপোলির সমর্থকদের নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা হয়েছে-ইন্টার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো! নইলে যে আজকের উৎসবের প্রস্তুতি পণ্ড হবে! 'নেপলতিয়ান'দের মনের এই প্রার্থনা হয়তো শুনতে পেয়েছিলেন ইন্টারের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজ। ৭৭ থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে ইন্টার যে ৩ গোল করেছে তার মধ্যে দুটি মার্তিনেজের। ৭৭ ও ৯০ মিনিটে দুটি গোল করেন আর্জেন্টাইন তারকা। মাঝে একটি গোল করেন ইন্টারের জার্মান লেফট উইঙ্গার রবিন গোসেনস।

জমে উঠেছে লেভা-বেনজেমার সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার লড়াই

প্যারিস ঃ শিরোপা দৌড়ে বার্সেলোনাকে হয়তো এ মৌসুমে আর আটকাতে পারবে না রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পিচিচি ট্রফির লড়াইয়ে বার্সেলোনার রবার্ট লেভানডফস্কিকে ধরে ফেলতে পারেন রিয়াল মাদ্রিদের করিম বেনজেমা। চোট কাটিয়ে কাল আলমেইরার বিপক্ষে মাঠে নেমেছেন বেনজেমা। ফেরাটা স্মরণীয় করে রেখেছেন দারুণ এক হ্যাটট্রিকে। আলমেইরার বিপক্ষে রিয়ালের ৪-২ ব্যবধানের জয়ে ৩ গোল করে পিচিচি ট্রফির লড়াইটা আরও জমিয়ে তুলেছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এই ৩ গোল নিয়ে এবারের লা লিগায় বেনজেমার গোলসংখ্যা এখন ১৭। কাল রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে বার্সেলোনার ৪-০ ব্যবধানের জয়ে লেভানডফস্কি করেছেন ১ গোল। এই গোল নিয়ে লা লিগায় তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯। লেভানডফস্কি ও বেনজেমার গোল ব্যবধান এখন দুটি। এই ২ গোলের ব্যবধান ঘোচাতে পারবেন বেনজেমা? লিগে রিয়াল, বার্সা দুই দলেরই ম্যাচ আছে ৬টি করে। এখন দেখার বিষয়, এই ৬ ম্যাচে লেভা-বেনজেমার কে কত গোল করতে পারেন!

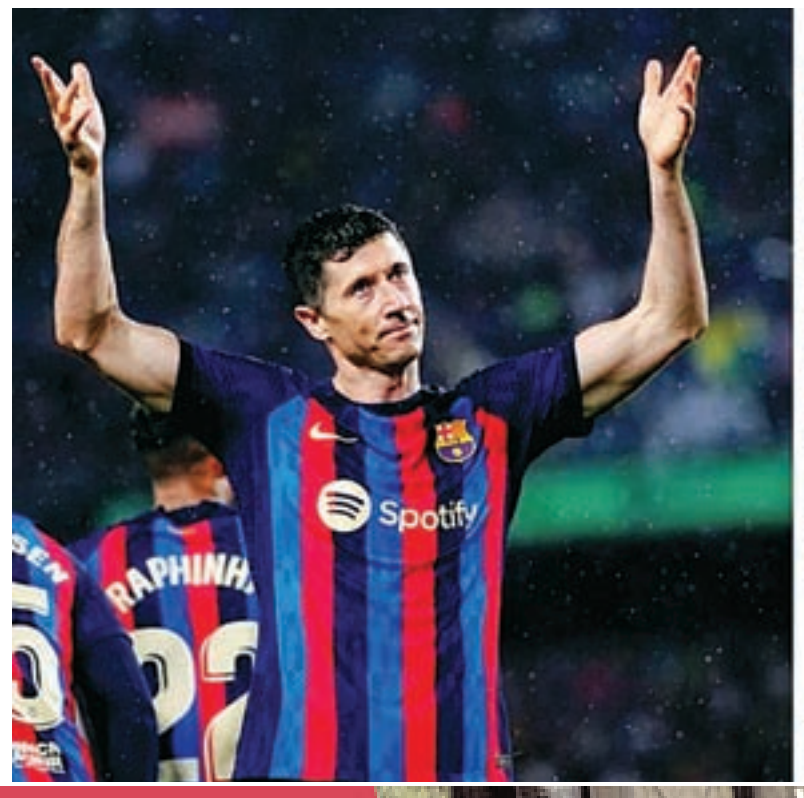

রান তাড়ায় ফখর জামানই যেখানে সবার ওপরে

রাওয়ালপিন্ডি (ওয়েবডেস্ক) ঃ বাবর আজমের চোখে এটিই ফখর জামানের সেরা ইনিংস। ৩৩ বছর বয়সী ফখর এমন বড় ইনিংস এই প্রথম খেলেননি। প্রায় ৫২ বছরের ওয়ানডে ইতিহাসে ডাবল সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যানের তালিকাটা খুব ছোট-মাত্র ৮ জন। সেই তালিকায় ফখর জামানের নাম আছে। আছে অপরাজিত ১৯৩ রানের একটা ইনিংসও। তবু শনিবার রাতে রাওয়ালপিন্ডিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফখরের অপরাজিত ১৮০ রানের ইনিংসটিকেই কেন এগিয়ে রাখছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক? সেই ব্যাখ্যা কিছুটা পাওয়া যায় ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণীতে বাবর আজমের মন্তব্য থেকেই, 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ম্যাচের পরিস্থিতি পড়তে পারা, সে অনুযায়ী রানরেটটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। (৩৩৬ রান তাড়ায়) ফখর ইনিংসটাকে সুন্দরভাবে তৈরি করেছে। ওভারপ্রতি ৭ রান তোলার চেষ্টা করে গেছে। সে যেভাবে খেলেছে, দেখে আমি অবাক হয়েছি। আমার চোখে এটিই ফখরের ক্যারিয়ার-সেরা ইনিংস।'
নিউজিল্যান্ডের তিন শর বেশি রানের লক্ষ্যটা যে পাকিস্তান ৭ উইকেট আর ১০ বল হাতে রেখে টপকে গেল, তা ফখরের ১৪৪ বলে অপরাজিত ১৮০ রানের ইনিংসটির কারণেই। ১৭ চার ও ৬ ছক্কায় সাজানো ইনিংসটির সুবাদে ওয়ানডেতে নিজেদের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয় পেয়েছে পাকিস্তান, আর ফখর জামান উঠে গেছেন রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিংয়ের এমন উচ্চতায়, যেখানে আর কেউ নেই।

পরশু রাতে ফখরের কীর্তিসহ হিসাব করলে ওয়ানডেতে ১৮০ বা এর চেয়ে বেশি রানের ইনিংসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯। এর মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটি করে ইনিংস আছে তিনজনের। ভারতের রোহিত শর্মা, নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিলের সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছেন ফখর জামান। দুটি করে ইনিংস আছে শচীন টেন্ডুলকার ও ভিভ রিচার্ডসের। রোহিতের তিনটি ১৮০-ঊর্ধ্ব ইনিংসের সবই ডাবল সেঞ্চুরি। এখন পর্যন্ত একাধিক ডাবল সেঞ্চুরির একমাত্র কীর্তিও ভারত অধিনায়কেরই। গাপটিলের ইনিংস তিনটির মধ্যে ডাবল একটি, ফখরেরও তাই। তবে একটা জায়গায় রোহিত, গাপটিল, শচীন, রিচার্ডস-সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন ফখর। কোথায়? রান তাড়া করতে নেমে ১৮০ বা এর চেয়ে বেশি রানের ২টি ইনিংস খেলায়। ১৮০ থেকে যদি একটু নেমেও আসেন, রান তাড়ায় ১৭৫-এর বেশি রানের ইনিংসও কারও দুটি নেই। পাকিস্তান দলে বাবর আজমের কাছের মানুষ কারা রোহিতের তিন ডাবল সেঞ্চুরির তিনটিই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করে। গাপটিলের তিন ইনিংসের মধ্যে ২০১৫ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৩৭ ও ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮৯ রানের ইনিংস দুটি প্রথমে ব্যাটিং করে। ২০১৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলা ১৮০ রানের অপরাজিত ইনিংসটিই শুধু রান তাড়ায়। সেদিন সেডন পার্কে প্রোটিয়াদের ২৭৯ রান তাড়া করতে নেমেছিল নিউজিল্যান্ড। এ ছাড়া টেন্ডুলকার ও ভিভ রিচার্ডসের ১৮০-ঊর্ধ্ব দুটি ইনিংসই ম্যাচের প্রথমে ব্যাটিং করে। ফখরের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটিও আগে ব্যাট করে। ২০১৮ সালে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৫৬ বলে করেছিলেন ২১০ রান। ১৮০ আর এর বেশি রানের বাকি দুটি ইনিংসই রান তাড়ায়। ২০২১ সালে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলেছিলেন ১৫৫ বলে ১৯৩ রানের অপরাজিত ইনিংস। সেদিন পাকিস্তানের জন্য জয়ের লক্ষ্য ছিল ৩৪২ রান। রান তাড়ায় ২০৫ রানের মধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলা পাকিস্তান ফখরের জন্যই ৩২৪ পর্যন্ত যেতে পেরেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দলকে জিতিয়ে ফিরতে পারেননি ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে। এবার পিন্ডিতে আর সেই আক্ষেপ রাখলেন না। ৪৯তম ওভারে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়লেন। নিজেকেও নিয়ে গেলেন রান তাড়ার ব্যাটিংয়ে অন্য উচ্চতায়।

অসমের তৃতীয় এবং বর্গের নিযুক্তির ফলাফল আগামী ৩ ও ৪ মে ঘোষণা

ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন তিন শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বৈঠকে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের এক লক্ষ যুবক যুবতীদের নিযুক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। ইতিমধ্যে নিযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া তৃতীয় এবং বর্গের নিযোগে পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৩ ও ৪ মে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। তাছাড়া ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন তিন শতাংশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেবিনেট বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৭০ জন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী উপকৃত হবেন।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে শনিবার মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কেবিনের বৈঠকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন আগামী ১০-১১ মে বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপতি অনুষ্ঠান আযোজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৫০০০০ যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং উপস্থিত থেকে যুবক যুবতীদের হাতে নিযোগ পত্র তুলে দেবেন। তবে ইতিমধ্যে নিযুক্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া তৃতীয় এবং বর্গের নিযোগ পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৩ ও ৪ মে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেদিন যুবকযুবতীদের সেবার ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার অনুযায়ী ফলাফল নিতে আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন ৩ ও ৪ মে ফলাফল ঘোষণা করার পর যুবক যুবতীদের ১১ মে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করা হবে। এরপর জুনের ১ তারিখ থেকে নিযোগেপত্র পাওয়া প্রত্যেকে চাকরিতে যোগদান করার সুযোগ পাবেন বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন দক্ষতা, নিযোগ এবং উদ্যমিতা বিভাগের অধীনে

থাকা পাঁচটি মিনি আইটিআই এর প্রত্যেক ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের বর্তমান পাওয়া ফিক্সড পে বেতনের ৩ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তিনসুকিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং হাসপাতালের পরিকাঠামো কাজের ব্যয় হিসেবে ৬১৪.৯৩ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানান জেলাশাসকদের মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক এবং জেলা পদাধিকারীদের জন্য বিশেষ নীতি প্রস্তুতে অনুরোধ দিয়েছে কেবিনেট।

এদিন আযোজিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রহণ করা নানা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন নির্দিষ্ট নিরীক্ষণ যোগ্য মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রদর্শন মূল্যায়ন প্রতিবেদনে রেকর্ডিং এর জন্য জেলাশাসকদের প্রদর্শন মূল্যায়নের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে জেলাশাসকদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করার সময় মূল্যায়নযোগ্য, পরিমাপ যোগ্য মাপকাঠি এবং মূল্যায়নের প্রতিবেদনে ৪০ ওয়েটেজ বহন করতে হবে। একইভাবে মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ৩০ শতাংশ ওয়েটেজ ব্যক্তিগত গুনাগুন এবং ৩০ ওয়েটেজ কার্যকরী সামর্থ্য থাকা অন্যান্য মূল্যায়ন দাখিল, সমীক্ষা তথা গ্রহণ কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত মূল্যায়নের উপরে ভিত্তি করে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে জেলাগুলোর প্রশাসনের ভিত্তি হিসেবে প্রচার করা এবং সরকারকে সাধারণ জনতার কাছে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন, সারা বছর ধরে জেলা অফিসারদের দলের রক্ষণাবেক্ষণ, জেলা অফিসারদের দলের কাঠামো প্রভাবিত না করে দীর্ঘকালীন ছুটি এবং নিয়মিত বদলি করনের আদেশের অধীনে এগোতে চাওয়া আইএস, এসিএস, এএলআরএস অফিসারদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আকার, প্রযোজনীয়তা এবং জটিলতা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলার এডিসি, সাব ডিভিশন অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। অর্জিত ছুটির জন্য ৬০ দিনের অধিক সময়ের দীর্ঘ সময়ের ছুটি পাওয়া অফিসারদের জন্য সংলগ্নকরন তথা নিযুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে ছুটিতে থাকা অফিসারদের বদলি করার নীতি এবং উপযুক্ত সংস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত বদলি করনের আদেশের অধীনে অফিসারদের মুক্ত করে দেয়ার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন এর মাধ্যমে মূলত জেলাশাসক, এসডিও সিভিল পদে উপযুক্ত সংস্থাপন না দিয়ে দীর্ঘকালীন ছুটিতে যেতে চাওয়া অফিসারদের তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত করা যাবে না। তবে চিকিৎসা জনিত নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কারণে ছুটির প্রযোজন হওয়া জরুরি পরিস্থিতি গুলো এই পরিধির বাইরে রাখা হবে বলে জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'মডেল' বলেছে আইএমএফ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্বে 'মডেল' বলে আখ্যায়িত করেছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা।

ওয়াশিংটন ডিসির রিজ কার্লটন হোটেলে শনিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় তিনি এই মন্তব্য করেছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী একেএম আবদুল মোমেন।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন আইএমএফ প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'অভূতপূর্ব ' প্রশংসা করেন, এবং বলেন, তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ কভিড অতিমারির সময়ও অর্থনীতি 'স্থিতিশীল' রেখেছে যা বিশ্বে 'মডেল'।

রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংকটের মধ্যে বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি পায় যার প্রথম কিস্তি ৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার ডলার সংস্থাটি গত ২ ফেব্রুয়ারি ছাড় করেছে।

শনিবারের সৌজন্য সাক্ষাতে আইএমএফ প্রধান ভবিষ্যতেও বাংলাদেশে সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের ৫০ বছর সম্পর্কের উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসি পৌঁছান।

সোমবার বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে এ অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে।

সুদানে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের জেদ্দা হয়ে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হবে ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়

সুদান ঃ সুদানে আটকা পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের সৌদি আরবের জেদ্দা হয়ে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন বলেন, বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রথমে খার্তুম থেকে পোর্ট সুদানে নেয়া হবে। সেখান থেকে তাদের জেদ্দায় নিয়ে যাওয়া হবে।এর পর, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর কয়েকটি ফ্লাইটে তাদের বাংলাদেশে আনা হবে। খার্তুমে বাংলাদেশ দূতাবাস ইতোমধ্যে খার্তুম ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের পোর্ট সুদান এ নিয়ে যাওয়ার জন্য ৯টি বাসের ব্যবস্থা করেছে। আর, জেদ্দায় অবস্থিত বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলের একটি দল তাদের সহায়তার জন্য পোর্ট সুদান পৌঁছাবে। সুদানে আটকা পড়া সব বাংলাদেশিকে আগামী ২ মে'র মধ্যে পোর্ট সুদানে নিয়ে যাওয়া হবে। আগামী ৩ বা ৪ মে জেদ্দায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে বাংলাদেশি নাগরিকদের। সুদান থেকে সরিয়ে আনা বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য জেদ্দার দুটি বাংলাদেশি স্কুল খাবার, পানীয়, ওষুধ ও অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করছে।

সীমান্তে বন্দুক নিয়ন্ত্রণে সম্মত হয়েছে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ সীমান্তে বন্দুকের নিয়ন্ত্রণ ও আগ্নেয়াস্ত্রের গতিবিধি শনাক্ত করতে সম্মত হয়েছে কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার উভয় দেশের কর্মকর্তারা বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্রের বাজার থেকে উত্তরের দেশটিতে হ্যান্ডগানের চোরাচালান বন্ধ করার প্রচেষ্টা হিসেবে পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রতিবেশি দুই দেশ।

কানাডার জননিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী মার্কো মেন্ডিসিনো এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলেয়ান্দ্রো মাযরেকাস বলেছেন, এ বিষয়ে তারা অটোয়াতে চারটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার লক্ষ্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবেলা করা।

মেন্ডিসিনো বলেন, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র বন্দুক সহিংসতা কমানোর লক্ষ্যে, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য অবৈধ বন্দুকের সন্ধানে আরও অগ্রগতি অর্জন করা, যাতে আমরা অপরাধীদের এবং সংগঠিত অপরাধী নেটওয়ার্কগুলিকে নজরদারিতে রাখতে পারি।

কানাডার বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ) যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অফ অ্যালকোহল, টোব্যাকো, আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক (এটিএফ) কে সীমান্তে জব্দ করা বন্দুকগুলি কে কে কিনেছে, এবং সেগুলি আগে অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখতে সহযোগিতা করবে।

প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য অনুমোদিত নয়, এমন একটি সরকারী সূত্র জানিয়েছে, সিবিএসএ এর পরিসংখ্যান অনুসারে, গত বছর, সীমান্তে ১,১০১ টি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছে।

কারা কারা বন্দুক কিনছে, বিক্রি করার সময় তার সিরিয়াল নম্বরগুলো রেকর্ড করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতাদের নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে করে পরবর্তীতে অবৈধভাবে বা পাচার করা আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রেতাদের তদন্ত ও বিচার করা সহজতর হবে।

এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বন্দুক সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তথ্য উপাত্ত আদান-প্রদান নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

আগে কানাডায় বন্দুক শনাক্তকরণ পদ্ধতি বেশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ, ফেডারেল এজেন্সি থেকে ২০১৯ সালের তথ্য অনুসারে, কানাডা অপরাধের সাথে জড়িত বন্দুকের মাত্র ৬ থেকে ১০ সনাক্ত করতে পেরেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকার বন্দুক সহিংসতা মোকাবেলায়, গত বছর নতুন একটি আইন প্রবর্তন করে, যার মধ্যে হ্যান্ডগান বিক্রির উপর স্থগিতাদেশ এবং বৃহৎ ক্ষমতার ম্যাগাজিন বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গরমের কারণে রেল লাইনের পাত কি বেঁকে যেতে পারে?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইনে পরপর দুইদিন পাত বেঁকে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে শনিবার ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে রেল যোগাযোগ কয়েকঘন্টার জন্য বন্ধ ছিল। রেলওয়ের কর্মকর্তারা দাবি করছেন, প্রচণ্ড গরমের কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেল লাইনের পাত বেঁকে গেছে। এর ফলে ট্রেন দূর্ঘটনার আশংকা তৈরি হয়। কিন্তু ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখে দ্রুত সেটি মেরামতের কাজ করে রেল বিভাগ। এর আগে বৃহস্পতিবার এই এলাকায় একটি মালবাহি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছিল। এখন নানাভাবে রেল লাইন ঠাণ্ডা করে সোজা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, গরমের কারণে কি রেল লাইন বেঁকে যেতে পারে? বিশেষজ্ঞরা বলছে, কেন এই লাইন বেঁকে গেল সেটি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা উচিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংবাদিক মাসুক হৃদয় বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরতলীর দাড়িয়াপুরে রেল লাইন বাঁকা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। রেল লাইন বাঁকা অবস্থায় দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এর আগে বৃহস্পতির একই জায়গায় একটি মালবাহি ট্রেনের সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই শনিবার আবারও সেখানকার রেললাইন বেঁকে যায়। গরমের কারণে রেল লাইন বেঁকে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার মালবাহি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছিল বলে রেলের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করতে গিয়ে যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ সেদিন ভোরবেলা, ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার আর ট্রাক নিয়ে প্রায় এক লক্ষ ইরাকি সৈনিক কুয়েতের সীমানায় ঢুকে পড়েছিল।

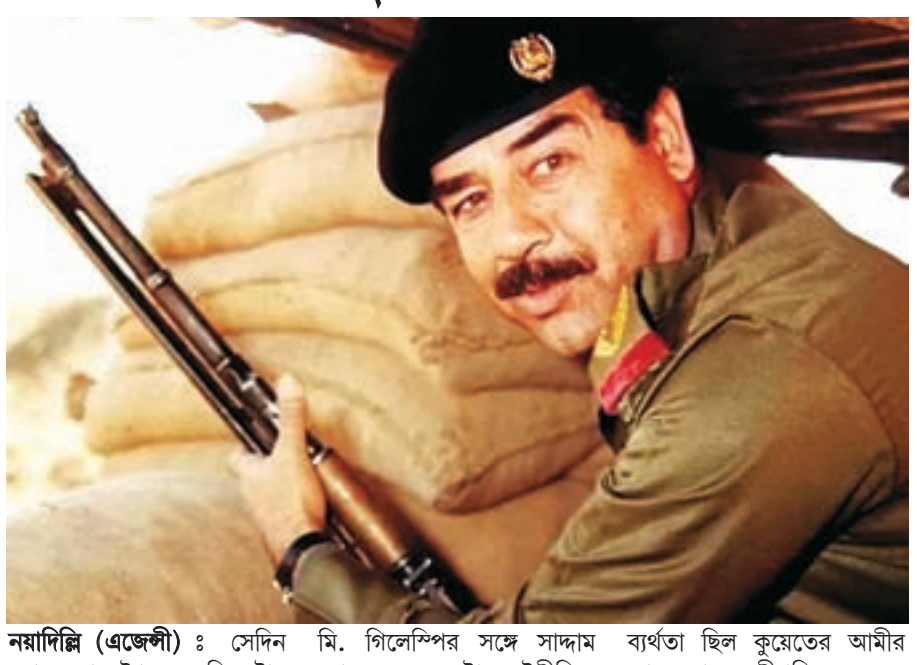

সেই সময়ে ইরাকের সেনাবাহিনী বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী ছিল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ইরাকী সেনাবাহিনী কুয়েত শহরে পৌঁছে যায় আর দুপুরের মধ্যেই ইরাকী ট্যাঙ্ক কুয়েতের রাজপ্রাসাদ দসমান প্যালেস ঘিরে ফেলে।

কুয়েতের আমির ততক্ষণে পালিয়ে সৌদি আরবে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার প্রাসাদে রেখে গিয়েছিলেন সৎভাই শেখ ফাহাদ আল আহমেদ আল সাবাহকে। ইরাকী সেনারা তাকে দেখামাত্রই গুলি করেছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী এক ইরাকী সেনার কথায়, তার মৃতদেহ একটা ট্যাঙ্কের সামনে রেখে তার ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কুয়েত আক্রমণ করার আগে বাথ অভ্যুত্থানের ২২ তম বার্ষিকী পালনের সময়েই সাদ্দাম হোসেন কুয়েতের কাছে একটা দাবিনামা পেশ করেছিলেন।

এর মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম স্থির করার অধিকার, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে কুয়েত থেকে নেওয়া ঋণ মওকুফ এবং ইরাকের পুনর্নির্মাণে সাহায্য করার জন্য মার্শাল পরিকল্পনার অনুকরণে একটা আরব পরিকল্পনা বানানোর মতো দাবি।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাকী টিভিতে ধমকের সুরে বলেছিলেন, যদি কুয়েত আমাদের কথা না মানে তাহলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনও উপায় থাকবে না।

সাদ্দামকে বোঝানোর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ

সৌদি রাজনীতিক ও শাহ ফাহাদের ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা ড. গাজি আলগোসেইবি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে ইরাককে দেওয়া ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা সৌদি আরব আর কুয়েত দুটি দেশই মোটামুটিভাবে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ঘোষণা করে দেয়, তাহলে ভুল বার্তা যেতে পারে বলে তারা মনে করেছিল।

শাহ ফাহাদ সাদ্দাম হোসেনকে ঋণ মওকুফ করার বার্তা দিয়েছিলেন, কিন্তু সাদ্দাম এরকম একটা আভাস দিয়েছিলেন যে তিনি সৌদি আরবের এরকম একটা অবস্থানে খুশি নন। তখনই শাহ ফাহাদ বুঝে গিয়েছিলেন যে কুয়েতের খারাপ সময় আসছে।

সাদ্দাম হোসেন অবশ্য কুয়েতের সামনে তার দাবিনামা প্রকাশ করার আগেই সেদেশে হামলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন।

২১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ইরাকী সৈন্য কুয়েতের সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

২৫ জুলাই দুপুর একটার সময়ে বাগদাদে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এপ্রিল গিলেস্পিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কুয়েত অভিযান নিয়ে তার মতামত জানতে চেয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন।

তার আগে, ফেব্রুয়ারি মাসেই মি. গিলেস্পির সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের একটা কূটনীতিক মতবিরোধ হয় গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ভয়েস অফ আমেরিকার এক সম্প্রচারে সাদ্দামের ইরাককে চোসেস্কুর রোমানিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সেই সম্প্রচারে।

মি. গিলেস্পি ওই সম্প্রচারের জন্য সাদ্দাম হোসেনের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর কোনও অভিপ্রায় নেই যুক্তরাষ্ট্রের।

২৫ জুলাইয়ের বৈঠকটা সাদ্দাম হোসেন এভাবেই শেষ করেছিলেন, কুয়েতের সঙ্গে যদি সমঝোতা না হয়, তাহলে ইরাক মৃত্যু স্বীকার নিশ্চই করে নেবে না।

সাদ্দাম হোসেনের জীবনীকার কন কফলিন 'সাদ্দাম দা সিক্রেট লাইফ'-এ লিখেছেন, ওই বৈঠক শেষ করে মি. গিলেস্পির ধারণা হয়েছিল যে সাদ্দাম হোসেন ফাঁকা হুমকি দিচ্ছেন, কুয়েতের ওপরে সত্যিই হামলা করার কোনও অভিপ্রায় তার নেই।

পাঁচদিন পরে তিনি প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার জন্য ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে গিলেস্পি-সাদ্দাম বৈঠকের খবর যখন প্রকাশিত হল, সেখানে মি. গিলেস্পির ব্যাপারে বলা হল যে তার চিন্তাভাবনা শিশুসুলভ। এটাও লেখা হল যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নাকি সাদ্দাম হোসেনকে কুয়েত অভিযানের সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন, লিখেছেন কন কফলিন।

মি. গিলেস্পি এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। ১৯৯০ এর দশকে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, আমি বা অন্য কেউই ভাবতেও পারি নি যে ইরাক কুয়েত দখল করার পরিকল্পনা করছে।

এই ঘটনায় কুয়েতি, সৌদি আর পশ্চিমা বিশ্লেষক - প্রত্যেকের চিন্তাভাবনাই ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক তো ব্যক্তিগতভাবে ওয়াশিংটন আর লন্ডনকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে কুয়েত আক্রমণ করার কোনও পরিকল্পনা নেই সাদ্দাম হোসেনের। কূটনীতির মাধ্যমেই এই সঙ্কটের সমাধান হবে, এমনটাও বলেছিলেন তিনি।

২ অগাস্ট, ১৯৯০ রাত দুটোর সময়ে প্রায় এক লক্ষ ইরাকী সৈন্য ৩০০টি ট্যাঙ্ক নিয়ে কুয়েতের সীমানা পার হয়।

কুয়েতের ১৬ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনীর পক্ষে ইরাকী বাহিনীকে মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। তাই সীমান্তে কোনও বাধার মুখেই পড়তে হয় নি ইরাকী বাহিনীকে।

যখন ইরাকী বাহিনী রাজধানী কুয়েত শহরে পৌঁছায়, তখন সামান্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কুয়েতের বাহিনী। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের কব্জা করে ফেলে সাদ্দাম হোসেনের বাহিনী।

কুয়েতের যুদ্ধবিমানগুলো আকাশে উড়েছিল ঠিকই, কিন্তু ইরাকী বাহিনীর ওপরে বোমাবর্ষণ করতে নয়, তারা পালাচ্ছিল সৌদি আরবের দিকে। কুয়েতি নৌবাহিনী তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন মজা দেখছিল।

সাদ্দাম হোসেনের একমাত্র ব্যর্থতা ছিল কুয়েতের আমীর আর তার মন্ত্রীপরিষদের সব সদস্যের সৌদি আরবে পালিয়ে যাওয়া।

ইরাকের রিপাবলিকান গার্ডকে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে কুয়েত শহরে পৌছিয়েই প্রথম দসমান প্যালেসে গিয়ে রাজপরিবারকে বন্দী করতে হবে।

কন কফলিন লিখছেন, রাজপরিবারের একমাত্র সদস্য শেখ ফাহাদ সৌদি আরবে পালিয়ে যেতে চান নি। যখন ইরাকী বাহিনী রাজপ্রাসাদে পৌঁছয়, তখন তিনি কয়েকজন কুয়েতি সৈন্যের সঙ্গে প্রাসাদের ছাদে একটা পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন ইরাকী সেনা তাকে গুলি করে।

সাত ঘণ্টার মধ্যে কুয়েতের দখল নিয়ে নিয়েছিল ইরাকী বাহিনী। পুরো সরকারের সঙ্গে প্রায় তিন লাখ কুয়েতি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তখনই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বিমান দখল করার সুযোগ এসে যায় সাদ্দাম হোসেনের সামনে। লন্ডন থেকে দিল্লিগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ওই বিমানটি কুয়েত বিমানবন্দরে নেমেছিল জ্বালানি নিতে।

পশ্চিমা গুপ্তচর সংস্থাগুলি আন্দাজ করছিল যে ইরাক কুয়েত দখল করেছে, কিন্তু তারা বেসরকারি বিমানগুলিকে সতর্ক করার কথা ভাবে নি।

যখনই বিমানটি কুয়েতের অবতরণ করে, সব কর্মী আর যাত্রীদের পণ বন্দী করে নেওয়া হয়। তাদের বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাতে সেখানে যদি বোমাবর্ষণ হয় তখন এই পণ বন্দীদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

কুয়েত আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকের ওপরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেন। যুদ্ধবিমানবাহী জাহাজ 'ইণ্ডিপেন্ডেন্স'কে ভারত মহাসাগর থেকে পারস্য উপসাগরের দিকে রওনা হতে নির্দেশ দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে জমা থাকা ইরাকের সব অর্থ ও সম্পদ যুক্তরাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নেয়। সেই সময়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার যুক্তরাষ্ট্র সফরে ছিলেন।

কুয়েতে ইরাকী হামলাকে তিনি তিরিশের দশকে চেকোস্লাভাকিয়ার ওপরে জার্মান আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আবার অন্যান্য প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিলেও কুয়েতে ইরাকী হামলার বিষয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়ে নিন্দা জানায়।

জাতিসংঘ এবং আরব লীগও ইরাকের এই পদক্ষেপের নিন্দা করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের ওপরে সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ইরাকের তেলের পাইপলাইন কেটে দেওয়া হয়। সৌদি সীমান্তে ইরাকী সেনাদের জমায়েত হতে দেখে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক সাহায্য চায়।

ইরাকের কবল থেকে কুয়েতকে রক্ষা করতে নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানিয়ে পরবর্তী ছয় মাসে প্রায় ৬০ হাজার সৈন্যকে বিমানযোগে সৌদি আরবের মাটিতে নিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র।

৭ অগাস্ট প্রেসিডেন্ট বুশ জাতির প্রতি দেওয়া এক ভাষণে জানান যে ৮২ নম্বর এয়ারবোর্ন ডিভিশনকে তিনি সৌদি আরবে পাঠাচ্ছেন।

সেটাই ছিল 'অপারেশন ডেসার্ট স্টর্ম'-এর শুরু।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরে এই যুদ্ধেই বিদেশের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সবথেকে বড় অপারেশন।

আরাফাত আর মিতেরাঁ সমর্থন করেন সাদ্দাম হোসেনকে

এদিকে সাদ্দাম হোসেন তার চাচাতো ভাই আল হাসান আল মাজিদকে কুয়েতের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই মি. মাজিদই ১৯৮৮ সালে হালাব্জায় গ্যাস দিয়ে কয়েক হাজার কুর্দিকে হত্যা করেছিলেন।

মাত্র এক দুজন রাষ্ট্রনেতা সাদ্দাম হোসেনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।

এদের মধ্যে ছিলেন ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসের আরাফাতও। বিশ্লেষকরা মি. আরাফাতের এই সিদ্ধান্তে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলেন কারণ একটা সময়ে মি. আরাফাতের শক্তিক্ষয় করার জন্য সাদ্দাম হোসেন পুরো শক্তি লাগিয়েছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে সাদ্দাম হোসেন আরও একটি মহল থেকে সমর্থন পেয়ে গেলেন। ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁ জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে বললেন যে কুয়েতের জমির ওপরে ইরাক যে দাবী জানাচ্ছে, তার কয়েকটি ফ্রান্স ন্যায্য বলে মনে করে।

এর কিছুদিন আগেই কুয়েতে কর্মরত ৩২৭ জন ফরাসী শ্রমিককে মুক্তি দিয়ে ফ্রান্সের সহানুভূতি আদায় করে নেয় ইরাক।

ওই শ্রমিকদের ঠিক সেইদিন ছেড়ে দেওয়া হয়, যেদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব জেমস বেকার ইরাকের বিরুদ্ধে রণকৌশল স্থির করতে প্যারিস গিয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ইরাকের কুয়েত দখলের সবথেকে বড় বিরোধিতা করেছিল যুক্তরাজ্য। এর মধ্যেই সাদ্দাম হোসেন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ব্রিটিশ পণবন্দীদের সঙ্গে দেখা করবেন। কন কফলিন লিখছেন, সাদ্দাম হোসেন তাদের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন ইরাকে ওই পণবন্দীদের উপস্থিতি আসলে শান্তির জন্যই প্রয়োজন। তার মত ছিল যতদিন ওই পণবন্দীরা ইরাকে থাকবেন, ততদিন মিত্রশক্তি বোমাবর্ষণ করবে না। পণবন্দীদের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের সাক্ষাত গোটা বিশ্বে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। সাত বছর বয়সী এক ব্রিটিশ শিশু স্টুওয়ার্ট লকউডকে সাদ্দাম হোসেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে সেদিন দুধ পেয়েছে কী না, লিখেছেন কন কফলিন।

শিশুটির মুখে চোখে তখন যে আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল, সেটাই বাকি পণবন্দীদের অবস্থার জানান দিচ্ছিল।

এদিকে সাদ্দাম হোসেনকে বোঝানোর জন্য প্রাক্তন হেভিওয়েট বক্সার মুহম্মদ আলি, জার্মানির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলি ব্রান্ট এবং যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বাগদাদে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের আবেদনেও সাদ্দাম হোসেন কোনও সাড়া দেন নি।

আক্রমণ শুরু হতেই কুয়েতের এক তৃতীয়াংশ মানুষ, প্রায় তিন লক্ষ বাসিন্দা পালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখেছিল, সাদ্দাম হোসেনের গোয়েন্দারা বিরোধীদের নিয়ে এসে খালি করে দেওয়া রাজপ্রাসাদের ঘরগুলোতে অত্যাচার চালায়। অনেক রাস্তার নাম বদল করে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের নতুন পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে আর গাড়ির জন্য নতুন লাইসেন্স প্লেট নিতে বলা হয়েছে। বাগদাদ আর কুয়েতের মধ্যে সময়ের যে ফারাক ছিল, সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। এক নির্দেশ জারি করে কুয়েতের বাসিন্দাদের দাড়ি রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা যারা ভঙ্গ করছেন, তাদের দাড়ি উপড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, জানিয়েছিল ইকনমিস্ট।

এক ইরাকী জেনারেল ওয়াফিক আল সমুরাই সেই সময়ে সাদ্দাম হোসেনের দেওয়া নির্দেশগুলো নিয়ে বলেছিলেন, সাদ্দাম হোসেন আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের আটক করে তাদের ইরাকী ট্যাঙ্কের কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে রাখতে, যাতে আমরা তাদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

তার একটা ভুল ধারণা ছিল যে এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার সৈন্যকে আমরা মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারব। তার এই শিশুসুলভ চিন্তাভাবনা দেখে আমি এবং অন্যান্য জেনারেলরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম, বলেছিলেন ইরাকের জেনারেল সমুরাই।

'আটলান্টিক' পত্রিকাকে ২০০২ সালের মে মাসে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মি. সমুরাই বলেছিলেন, যখন আমি সাদ্দাম হোসেনকে বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি, তখন তিনি পাল্টা জানতে চান যে ওটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ না কি ওটাই বাস্তবতা।

আমি বলেছিলাম আমার সামনে যা তথ্য আছে, সেগুলোও ওপর ভিত্তি করেই এই মতামত দিচ্ছি। তিনি বলেন, এখন তুমি আমার মতামত শোনো। এই লড়াইতে ইরান হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের বাহিনী কতটা লড়াই করতে পারবে, তা তোমার ধারণার বাইরে। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার জন্য তারা বাঙ্কার বানিয়ে ফেলতে সক্ষম।

তারা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে, অনেক লোক মরবে। আমরা তো এই ক্ষয়ক্ষতি সামলে নেব, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেটা সামলানোর পরিস্থিতিতে থাকবে না। নিজেদের সেনাবাহিনীতে প্রচুর মৃত্যু হলে তারা সেটা মেনে নিতে পারবে না, এমনটাই মত ছিল সাদ্দাম হোসেনের, বলেছিলেন জেনারেল সমুরাই।

প্রেসিডেন্ট বুশ ১৯৯১ সালের ১৬ জানুয়ারি ইরাকের ওপরে বিমান হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। পুরো ইরাক জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে ইরাকের চারটে পারমানবিক গবেষণাগার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হল।

ইরাকের সব সামরিক আর অর্থনৈতিক স্তম্ভগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হতে লাগল। রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর তেলের খনিগুলোর ওপরে বোমা বর্ষণ চলল।

ইরাকী বিমানবাহিনীর মনোবলেও বড় সড় ধাক্কা লাগল যখন তাদের একশোরও বেশি যুদ্ধ বিমান উড়ে গিয়ে ইরানে আশ্রয় নিল। এরকমও খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে বিমানবাহিনীর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরেই যুদ্ধ বিমান নিয়ে ইরানে আশ্রয় নেয় সৈনিকরা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলার মোকাবিলা করতে না পারার জন্য সাদ্দাম হোসেন বিমানবাহিনীর অফিসারদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছিলেন, সেজন্যই বিদ্রোহ হয়।

যুদ্ধের মধ্যেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভের দূত হিসাবে বাগদাদে যান ইয়েভগেনি প্রাইমাকভ। সাদ্দাম হোসেনের ওজন প্রায় ১৫ কেজি কমে গেছে দেখে তিনি বেশ চমকে গিয়েছিলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ইরাকের বিদেশ মন্ত্রী তারিক আজিজ মস্কো গিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে প্রস্তাব দিয়েছিল কুয়েত থেকে বিনাশর্তে ইরাককে সরে আসতে হবে, সেটা মেনে নেন মি. আজিজ।

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুকধারীর হামলায় শিশুসহ নিহত পাঁচ

টেক্সাস ঃ টেক্সাসের পুলিশ বলছে, বাক বিতণ্ডার জের ধরে প্রতিবেশী পরিবারের পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করেছে এক ব্যক্তি। পুলিশ ধারণা করছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সেমি-অটোম্যাটিক অস্ত্র চালানো নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছিল। নিহতরা সবাই হন্ডুরাসের বাসিন্দা এবং তাদের মধ্যে আট বছরের একটি শিশুও রয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে হিউস্টনের উত্তরে সান জাকিন্টো কাউন্টির ছোট শহর ক্লিভল্যান্ডে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেগ ক্যাপার্সের মতে, নিহতদের মধ্যে দুজন নারী ছিলেন যাদেরকে বেঁচে থাকা দুটি শিশুর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

আমার মতে, তারা আসলে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, পাড়ানোর কথা বলে তাকে অনুশীলন বন্ধ করতে বলেছিলেন।

সেসময় ওরোপেজ মাতাল অবস্থায় ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ কর্মকর্তা ক্যাপার্সের মতে, লোকটি উত্তর দিয়েছিল, আমি আমার সামনের আঙিনায় গুলি চালাব, আমার নিজের বাড়ির অংশে যা ইচ্ছা তাই করব।

দুই পক্ষই তাদের বাড়িতে ফিরে আসার পর, বন্দুকধারী তার ম্যাগাজিনটি খুলে ফেলে, এবং তার ড্রাইভওয়েতে নেমে মানুষের বাড়িতে ঢুকে গুলি চালাতে শুরু করে, পুলিশ কর্মকর্তা ক্যাপার্স এ কথা বলেন।

ওই সময় সেই বাড়িতে মোট ১০ জনের তো মানুষ ছিল। প্রাপ্তবয়স্করা ঘটনাস্থলেই মারা যান। এবং আট

পুলিশ কর্মকর্তা ক্যাপার্স স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কেটিআরকে এই তথ্য জানায়।

তিনি আরও বলেন, নিহতদের সবার ঘাড়ের ওপরের অংশে গুলি চালানো হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে নিশ্চিতভাবে খুন করার লক্ষ্যেই ঘাতক মাথায় গুলি করার চেষ্টা করেছে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তি, যাকে মেক্সিকান নাগরিক বলে ধারণা করা হচ্ছে, তার নাম ফ্রান্সিসকো ওরোপেজ। আটত্রিশ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি এখনও পলাতক এবং এখনও তার সাথে অস্ত্র আছে বলে পুলিশ ধারণা করছে।

সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাঁচটি খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

তার সন্ধানে পুলিশ কুকুর এবং একটি ড্রোন ব্যবহার করছে। তিনি নিকটবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশের কার্যালয় জানিয়েছে যে শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত সাড় ১১টার দিকে তারা 'হয়রানি' সংক্রান্ত একটি কল পায়।

তদন্তকারীরা ধারণা করছেন যে মি. ওরোপেজ ওই সময় গুলি চালানোর অনুশীলন করছিলেন।

ওইসময় ভুক্তভোগীরা তাদের বাচ্চাদের ঘুম বছর বয়সী একটি শিশু হাসপাতালে মারা যায়।

বন্দুকধারী একটি এআর-১৫ সেমি-অটোমেটিক রাইফেল ব্যবহার করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রতিবেশী ভেরোনিকা পিনেদা বলেছেন যে, তিনি গুলির শব্দ শুনেছেন, তবে এখানে গুলির শব্দ একটি নিয়মিত ঘটনা বলে তিনি জানান, এটি বেশ স্বাভাবিক এবং আশেপাশে তারা সবসময় গুলির শব্দ শোনেন। তারা এজন্য পুলিশকে বার বার কলও করেছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছুই করা হয়নি।

তাই গতকাল আমি গুলির শব্দ শুনেছিলাম ঠিকই কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এটি অন্য সাধারণ দিনের মতোই গুলির ঘটনা। আমি কখনই ভাবিনি যে এমন কিছু হতে পারে।

কয়েকদিন আগেই পশ্চিম টেক্সাসে কিশোর-কিশোরীদের একটি পার্টিতে এমন গোলাগুলির ঘটনায় নয়জন আহত হন।

দুই সপ্তাহ আগে আলাবামায় ১৬তম জন্মদিনের পার্টির সময় চার যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ এ ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রের ঘটনাগুলো।

খালেদা জিয়াকে আবার হাসপাতালে ভর্তি

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ চিকিৎসকদের পরামর্শে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক একিউএম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের বলেছেন, ''খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ধরণের রোগে ভুগছেন। তার সুচিকিৎসা প্রয়োজন। তার নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার জন্য আজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। কয়েকটি পরীক্ষায় সময় লাগবে, এজন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'' শনিবার সন্ধ্যায় নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর তাকে সেখানে ভর্তি করা হয়। এই সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তার সঙ্গে ছিলেন। তার লিভার, হার্টের সমস্যা, আথ্রাইটিস, ফুসফুস, ডায়াবেটিস ও চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতা রয়েছে। এর আগে সর্বশেষ গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য খালেদা জিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। গত বছরের ২৮শে অগাস্ট খালেদা জিয়াকে সর্বশেষ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। দুইদিন হাসপাতালে থাকার পর ৩১শে অগাস্ট তিনি বাড়ি ফেরেন। এর আগে জুন মাসে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে দ্রুত এনজিওগ্রাম করে তার হার্টে একটি রিং বসানো হয়। সেই সময় চিকিৎসকরা বলেছিলেন, হার্টে আরও দুটি ব্লক রয়ে গেছে। সেই সময় একটানা তের দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যায় নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাকে ঢাকার এভার কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর আগের বছর ২০২১ সালের এপ্রিলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার তাকে পাঁচ দফায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। এরপর নভেম্বর মাসে আবার হাসপাতালে ভর্তি হলে টানা ৮১দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ফেব্রুয়ারিতে বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া। সেই সময় চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, লিভার সিরোসিস রোগে ভুগছেন খালেদা জিয়া। তখন তার শরীরে কয়েক দফায় অস্ত্রোপচার করা হয়। শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর বিদেশে তার উন্নত চিকিৎসার দাবীতে নানা কর্মসূচী পালন করেছে বিএনপি। সরকারের কাছে খালেদা জিয়ার পরিবার থেকেও আবেদন করা হয়েছে। তবে আইনে সেই সুযোগ নেই বলে সরকার জানিয়েছে।